শুম্ভ-সংহার।

(দৃশ্যকাব্য)

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা॥
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

৺প্রমথনাথ মিত্র প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩

নাট্যামোদী,

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সা

সুহৃদ্বরেষু—

ভাই!

শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া মিত্রাক্ষর পদ্যে একখানি নাটক লিখিবার জন্য তুমি আমাকে অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছ, সময়াভাবে ও মনের অস্থিরতার জন্য তাহা এত দিন পারি নাই। এক্ষণে এই "শুম্ভ-সংহার" অপার আনন্দের সহিত তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে "দানব-দলন" নামে একখানি কাব্য অনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল,—"দানব-দলন" কাব্যের অনেক স্থানে সুন্দর ও উচ্চ উচ্চ ভাব আছে—কাব্যামোদী মাত্রেরই তাহা আদরের দ্রব্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, এরূপ উচ্চদরের কাব্য জনসমাজে সমুচিত খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। স্থানে স্থানে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমার মতের অনৈক্য হইয়াছে; কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "শুম্ভ-সহার" প্রণয়নে "দানব-দলন" কাব্য হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

তোমার

প্রমথ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ।

বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, রবি, যম ও নারদ।

দেবীগণ।

লক্ষ্মী, গৌরী, জয়া, বিজয়া ও পদ্মা।

দৈত্যগণ।

শুম্ভ	দৈত্যপতি।
নিশুম্ভ	শুম্ভানুজ।
ধূম্রলোচন চণ্ড ও মুণ্ড রক্তবীজ	সেনাপতিগণ।
সুগ্রীব	দূত।

দৈত্য-স্ত্রীগণ।

শুভ্রা	দৈত্যরাণী।
শান্তা	নিশুম্ভ-পত্নী।

সখী ও পরিচারিকাদ্বয়।

শুম্ভ-সংহার।

প্রথম অঙ্ক।
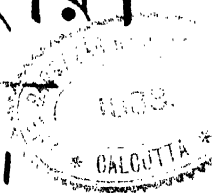
প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুলোক।

বিষ্ণু আসীন ; বীণাযন্ত্র সহযোগে নারদ হরিগুণ গান করিতেছেন।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—প্রণমি, পুণ্ডরীকাক্ষ! তব পদাম্বুজে।

বিষ্ণু।—বহু দিন পরে আজি নিরখিনু মরি,
ও সরোজ-মুখ তব সরোজ-আসনা!
উজ্জ্বল হইল মম এ আঁধার পুরী,
তিরপিত হল মম মনের বাসনা।
মরি, আজ পূর্ণ হল অন্তরের সাধ ;
চকোরে পিয়াতে সুধা আসিয়াছে চাঁদ।

লক্ষ্মী।—এ সরোজ-মুখ-রবি তুমি, রমেশ্বর!

তিলেক থাকিতে নারি বিনা দরশন,
যেখানে সেখানে থাকি, আমার অন্তর
ও রাঙ্গা চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ।

নারদ।—প্রণমি, জননি, আমি ও পদ-সরোজে ;—
কৃপাদৃষ্টি রেখ' মাতঃ অভাগা সন্তানে,
অচলা ভকতি যেন অন্তরে বিরাজে,
সদা যেন সুখে থাকি হরি-গুণ-গানে।
বহু দিন স্বর্গ-ছাড়া তুমি, গো জননি,
কাঁদে এ ত্রিদিব-পুরী না হেরে তোমারে ;
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ সেই দৈত্য-কুল-মণি,
রাখিয়াছে তোমারে মা হৈম কারাগারে।
হের, মাতঃ ত্রিদিবাম্বে ! ত্রিদিব-দুর্গতি,
দৈত্যদল শাসিতেছে অমর-নিকরে ;
লাজে নতশিরা যম, অগ্নি, শচীপতি ;
নিস্তেজ সতেজতনু হের প্রভাকরে।
বড় ভাগ্যবান্ সেই দৈত্য-কুলেশ্বর,
চঞ্চলা অচলা আজি তাহারি আগারে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি দৈত্যের উপর,
উৎপীড়িতে চিরাশ্রিত যতেক অমরে।
হতভাগ্য দেবগণে পালি'ছ, জননি,
করিতে কি দৈত্যদলচির-ক্রীতদাস ?
কেন বা অমরগণ অমর না জানি,—
অমরত্ব অমরের করে সর্ব্বনাশ !

লক্ষ্মী।—বৃথায়, নারদ, তুমি দাও এ গঞ্জনা,

পরম ভকত মম দেবারি দানব,
কত মতে আমারে যে করে আরাধনা,
আমি কি বলিব তাহা জানেন মাধব।
চঞ্চলা আমার নাম, কাজেও চঞ্চলা,
এক স্থানে স্থির হয়ে থাকি না কখন,
কখন কোথায় আমি হই না অচলা,
নিত্য তুমি নব নব ভক্ত-জন-মন।
তবে যে রয়েছি বদ্ধ শুম্ভের ভবনে,
কেবলি তাহার সেই ভক্তি-সাধনায় ;
বিনা দোষে ভক্তজনে ত্যজিব কেমনে,
উভয় সঙ্কট এবে না দেখি উপায়।
উপায় বিধান এর কর, রমাপতি !
আর না থাকিতে পারি তোমা ছাড়া হয়ে,
আর না দেখিতে পারি দেবের দুর্গতি,
আর না থাকিতে পারি দৈত্যের আলয়ে।

বিষ্ণু।—যা বলিলে সত্য,—সেই দুষ্ট দৈত্যপতি
ভুজবলে ত্রিভুবন করিয়াছে জয়,—
সদা উৎপীড়িছে যত অমর-সন্ততি,
হেরিলে অমর-দশা বিদরে হৃদয় !
পরাজিত দেবদল দনুজ-বিক্রমে,
দেবপতি পুরন্দর লাজে ম্রিয়মাণ,
দৈত্য-ক্রীতদাস সম বায়ু, অগ্নি, যমে,
নিরখিলে কাহার না কাঁদে মন প্রাণ ?
তাহাতে আবার সেই দৈত্য দুরাচার,

ত্রিশূলীর বলে বলী ; ত্রিশূলি-কৃপায়
নিজ রাজদণ্ড-তলে রেখেছে সংসার ;
না জানি সে অমরের হবে কি উপায়!
আবার কমলা তায় দৈত্যের সহায়,
অচলা চিরচঞ্চলা দৈত্যের ভবনে,
নিরীহ অমরগণে কি হইবে, হায়,
দিবানিশি তাই আমি ভাবিতেছি মনে।

লক্ষ্মী।—কিঁ হইবে তবে, হায়, ত্রিদিব-উপায় ?

নারদ।—না মরিলে দৈত্যরাজ নাহিক উপায়।

বিষ্ণু।—আমি কি করিব বল, কমল-আসনে!
রজোগুণে করি আমি সংসার পালন,
জীব-নাশ-হেতু আমি হইব কেমনে,
না জানি দেবের দশা কি হবে এখন!

নারদ।—আর কিছু দিন যদি দৈত্য দুরাচার,
এরূপ সাম্রাজ্য করে অবনীমণ্ডলে,
উচ্ছিন্ন হইবে তবে এ ভব-সংসার,
কি আর বলিব, দেব, তব পদতলে!

লক্ষ্মী।—আমিই বা কত দিন দৈত্য-কারাগারে
বন্দিনী হইয়া রব,—কহ, জীবিতেশ ?
কত দিন ও চরণ নয়নে না হেরে
রহিব শুম্ভের গৃহে,—কহ, হৃষীকেশ ?
কত দিন রব আর এ ঘোর বিপাকে—
লতিকা পাদপ ছাড়া কত দিন থাকে ?

বিষ্ণু।—বিরূপাক্ষ-রক্ষিত সে দানবনিকর,

এত দম্ভ তাহাদের ধূর্জ্জটী-কৃপায়,
ত্রিলোক-সংহার-কর্ত্তা তমোগুণী হর,
না বধিলে দৈত্যরাজে নাহিক উপায়।
ভালবাসে ভোলানাথ দানবনিকরে,
তাই পরাজিত দেব দৈত্যের সংগ্রামে ;
তমোগুণী রুদ্রেশ্বর না বধিলে তারে,
কার সাধ্য কেবা বধে এ ত্রিদিব-ধামে !

লক্ষ্মী।—কি হইবে তবে, নাথ, অমরের গতি ?

বিষ্ণু।—কর যাহা বলি আমি তোমায় সম্প্রতি ;—
একবার যাও, রমে, তুমি ইন্দ্রালয়ে,
জানায়ে ইন্দ্রেরে মোর আশীষ-বচন,
বল গে তাঁহারে যত দেবগণে লয়ে,
কৈলাসে শঙ্করী-পাশে করিতে গমন।
ব'ল তাঁরে জানাইতে অম্বিকা-সদন,—
দেবের দুর্গতি যত দৈত্য-অত্যাচারে ;
দৈত্য-ক্রীতদাস এবে যত দেবগণ,
ত্রিদিবে কেহই দৈত্যে আঁটিতে না পারে।
দেবের দুর্গতি শুনি নগেন্দ্র-নন্দিনী,
অবশ্যই দেব-দুঃখে হবেন কাতরা,
একেই সদাই তিনি রণ-উন্মাদিনী,
দৈত্যের বিপক্ষে অসি ধরিবেন ত্বরা।
বাঁধিবে তুমুল রণ উমায় দৈত্যেশে,
দৈত্যবাণে সতীদেহ ক্ষত নিরখিলে,
রুষিবেন সতীপতি দৈত্যের বিনাশে,

ত্বরায় মরিবে দৈত্য ত্রিশূলী রুষিলে।
ইহা ভিন্ন দৈত্যনাশে নাহিক উপায়,
ইহা ভিন্ন দেবগণ না পাবে নিস্তার,
দৈত্যরাজ সর্ব্বজয়ী ধূর্জ্জটী-কৃপায় ;
ধূর্জ্জটীই করিবেন দৈত্যের সংহার।

নারদ।—কি কাজ বিলম্বে আর তবে, সুরেশ্বরি ?
চল মোরা যাই ত্বরা দেবরাজপুরে,
বাসবের মৃতোৎসাহ উত্তেজিত করি ;
চল দেবগণে লয়ে কৈলাস-শিখরে।

লক্ষ্মী।—আজ্ঞা দেহ যাই তবে ইন্দ্রের ভবনে,
অমর-কুলের হিত সাধিবার তরে ;
অরুণ, বরুণ আদি যত দেবগণে,
লয়ে যাই তুষিবারে দেবী অম্বিকারে।

বিষ্ণু।—পরাজিত দৈত্যরণে অমরনিকর,
টলমল দৈত্যভরে অমরভবন,
অমরের হিততরে যাও হে সত্বর,
অণুমাত্র বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
দেবগণ পাবে ত্রাণ গৌরীর কৃপাতে,
তুমিও হইবে মুক্ত কারাবাস হতে।

লক্ষ্মী।—প্রণমি, পুণ্ডরীকাক্ষ ! তব পদাম্বুজে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়।

ইন্দ্র ও দেবগণ আসীন।

ইন্দ্র।—বল, ওহে দেবগণ, কত দিন আর,
নীরবে সহিব এই দৈত্য-অত্যাচার?
ধিক্ এই দেবনামে, ধিক্ এই স্বর্গধামে,
দেবকুলে জন্মিয়াছি মোরা কুলাঙ্গার,
ডুবাইনু দেবনাম কলঙ্কে এ বার!

পবন।—দৈত্যপতি-ত্রাসে সদা সশঙ্কিত প্রাণ,
থরথর কাঁপে যত অমরসন্তান,
কাঁপে এ ত্রিদিবপুরী, কাঁপে যত দেবনারী,
আকুল সপ্তর্ষিকুল ভয়ে ম্রিয়মাণ,
দৈত্যহস্তে কার(ও) আর নাহি পরিত্রাণ।

বরুণ।—দৈত্য-ক্রীতদাস সম যত দেবগণ,
যোগায় গন্ধের ভার আপনি পবন,
ত্রাসেতে কম্পিত কায়, দেব-গায়কেতে গায়
দেবারি শুম্ভের যশঃ পূরিয়া ভুবন,
দেব-অপ্সরায় নাচে তুষি দৈত্য-মন।

ইন্দ্র।—কি ফল, হে দেবদল, আর এ জীবনে?
দেবগণ দৈত্যদাস ঘুষিবে ভুবনে!
গেছে স্বাধীনতা-ধন, যাক্ রাজ্য, সিংহাসন,

অমরের অমরত্ব ঘুচুক এক্ষণে,
জীয়ন্তে এতেক জ্বালা সহিব কেমনে!

রবি।—দিতি-সুতদলে ভালবাসেন ঈশান,
তিনিই করেন সদা দৈত্যের কল্যাণ।
জয়ী দৈত্য দেবরণে, কাহাকেও নাহি মানে,
ত্রিদিবের দেবগণে করে অপমান,—
বিরূপাক্ষ-বলে দৈত্য এত বলবান্।

যম।—বিলাপের আক্ষেপের সময় এ নয়,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা চিরলুপ্ত হয়!
আজ্ঞা দেহ, সুরপতি, আমি হয়ে সেনাপতি,
সংগ্রামে আহ্বানি দৈত্যে—বিলম্ব না সয়,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা চিরলুপ্ত হয়!
দ্বাদশাংশে অংশুমালী মিলিয়া এক্ষণে,
দগ্ধ কর রুদ্রতেজে দিতি-সুতগণে।
বরুণ বিস্তারি কায়া, সপ্ত সিন্ধু উথলিয়া,
প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিপুল গর্জ্জনে,
নাশ দৈত্যে;—দৈত্য-নাম রেখ' না ভুবনে।
উঠ, ওহে বায়ুপতি দেব প্রভঞ্জন!
নীরব বিষণ্ণভাবে কেন হে এমন?
সংহার দৈত্যের বংশ, উনপঞ্চাশৎ অংশ,
একত্র করিয়া রণে করহ গমন,
দানবের দম্ভ-তরু কর উৎপাটন।
ভবিষ্যৎ-অন্ধকারে করিয়া প্রবেশ,
—বারেক নয়ন মেলি দেখ, হে জলেশ!

দেখ বায়ু, দেখ রবি, স্বর্গের সৌভাগ্য-দেবী
ঘন-ঘনাবৃতা ঘোর তমোময় বেশ,
ত্রিদিবের স্বাধীনতা হল বুঝি শেষ !
চল, ওহে দেবগণ পুনঃ যাই রণে,
অন্যথা,—করি গে বাস নিবিড় কাননে ;
বদ্ধ অধীনতা-পাশে, বল কোন্ সুখ-আশে,
দেখাবে কলঙ্কী মুখ সবার সদনে,
আপনি দেখিতে ঘৃণা হয় মনে মনে !
কেবলি কি দেব-দম্ভ অবনীমাঝারে ?
বায়ুর বীরত্ব যত দরিদ্রকুটীরে ?
বরুণ নিপুণ হেরি, ডুবাতে সুখের তরী,
নিরীহ আরোহী সহ তরঙ্গ-প্রহারে ?
রবি-তেজ মর্ত্যে শস্য দগ্ধ করিবারে ?

ইন্দ্র।—শুম্ভের ভক্তিতে ভুলি ভোলা মহেশ্বর,
দিয়াছেন তারে এই দেবজয়ী বর।
দৈত্য নহে দেব-বধ্য, দৈত্য-বধ দেবাসাধ্য,
জিনিতে নারিবে দৈত্যে যতেক অমর
প্রাণপণে কল্পশত করিলে সমর।
বিধাতার বিড়ম্বনা দেবের উপরে,
আপনি কমলা বদ্ধ দৈত্য-কারাগারে ;
শ্রীহীন ত্রিদিবধাম; ঘৃণিত অমর-নাম,
দুরাশা বিজয়-আশা দৈত্যের সমরে ;
বিধাতা বিমুখ যারে, কে রক্ষে তাহারে ?
তাই বলি, রণে আর নাহি প্রয়োজন,

চল যাই ত্যজি এই ত্রিদিব-ভবন ;
দৈত্য-কৃপাধীন হয়ে, দৈত্যের পীড়ন সয়ে,
কি কাজ ত্রিদিবে রয়ে, হে অমরগণ ?
এখন দেবের পক্ষে বিধের কানন।
কভু না বিফল হবে ত্রিশূলীর বর,
বৃথা এই অমরের রণ-আড়ম্বর।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

এস, মা ত্রিদিবেশ্বরি, ত্রিদিবের ক্ষেমঙ্করি,
কি হেতু এ কৃপা আজি দাসের উপর,—
পবিত্রিলে পদার্পণে অমর-নগর !
আছিলা, জননি, বদ্ধ দৈত্য-কারাগারে,
কেমনে পাইলে মুক্তি কহ তা দাসেরে ?
মরেছে কি দৈত্যরাজ, নির্ভয় কি হল আজ
আকুল অমর-কুল ত্রিদশ-আগারে ?
পেলেন কি পরিত্রাণ ধরা দৈত্য-ভারে ?

লক্ষ্মী।—মরে নি অমর-জেতা দুরন্ত দানব,
সমতেজে শাসিতেছে অমর মানব।
সেই দর্প, সেই দম্ভ, ভুবন-সম্রাট শুম্ভ
নিরুদ্বেগে সম্ভোগিছে অতুল বিভব,
আমিও বন্দিনী তথা এখনো বাসব।
ঐশ্বর্য্যের স্তূপমাঝে ঢালিয়া শরীর,
যামিনী-আগমে নিদ্রা যায় দৈত্য-বীর ;—
এই অবসরে আমি, ছাড়ি সেই দৈত্য-ভূমি

আসিয়াছি নিরখিতে শ্রীপদ হরির,
রব যতক্ষণ স্বর্গে রবেন মিহির।
বলিয়া এসেছি আমি বিনয়ে নিদ্রায়,
স্বপন দৈত্যের কাছে যেন নাহি যায়,
দৈত্যরাজে কোলে করি, কাটাইতে বিভাবরী,
চেতনা আসিয়া যেন দৈত্যে না জাগায়,
মরে নি,—নিদ্রিত দৈত্য ক্ষণিক নিদ্রায়।

ইন্দ্র।—দেবের উপরে যত দৈত্য-অত্যাচার,
অবিদিত, জননি গো, কি আছে তোমার?
আর না সহিতে পারি, দেহ আজ্ঞা, সুরেশ্বরি,
যাই ত্যজি সুরপুরী কানন-মাঝার,
দারুণ এ অপমান সহে না গো আর!
সমুদ্র-মন্থন-কালে সুধা করি পান,
অমর হয়েছি যত অদিতি-সন্তান;—
জীয়ে রব চিরদিন, হয়ে দুষ্ট দৈত্যাধীন,
চিরদিন সহিব গো এই অপমান,
মরণ থাকিলে কভু পাইতাম ত্রাণ।
মোহিনী মূরতি ধরি কেন নারায়ণ,
করিয়াছিলেন দেবে অমৃত বণ্টন?
কেন দয়াময় হরি, দেবেরে অমর করি,
রেখেছেন ইন্দ্রে দিয়ে স্বর্গ-সিংহাসন?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবজাতি কিসের কারণ?

লক্ষ্মী।—জানি আমি সব, ইন্দ্র, কি বলিবে আর,—
দেব-দুঃখে সদা দহে অন্তর আমার!

দেব-দুঃখে নারায়ণ, সদা বিষাদিত মন,
চিন্তিছেন চিন্তামণি, হায়, অনিবার,
কিসে দেবগণ পাবে এ দায়ে নিস্তার।
আমিও তিষ্ঠিতে আর নারি দৈত্যপুরে,
দৈত্য-পূজা আর ভাল লাগে না আমারে।
স্বাধীন বিহঙ্গ বনে, থাকে প্রফুল্লিত মনে,
ক দিন অধীন হয়ে বাঁচিতে বা পারে—
যদিও সে স্থান পায় সুবর্ণ-পিঞ্জরে ?
মোর কারাবাস-হেতু আরো চিন্তামণি,
চিন্তান্বিত, বিষাদিত দিবস যামিনী,
তে কারণে আজি মোরে পাঠালেন এই পুরে,
শুন, শক্র, কহিলেন যাহা চক্রপাণি,
ত্বরায় মরিবে তাহে দৈত্য-কুলমণি।

ইন্দ্র।—অমরের এমন কি পুণ্যের সঞ্চার,
হইবে অমর-ত্রাস দৈত্যের সংহার!
তবে দেব চক্রপাণি, দেবের দুর্গতি শুনি,
কৃপাময় কৃপা যদি করেন এ বার,
তবেই সে দৈত্যহস্তে পাইব নিস্তার।
নতুবা অমরশূন্য হবে স্বর্গধাম,
কলঙ্কিত হবে তাঁর কৃপাময় নাম!

লক্ষ্মী।—শুন শুন, দেবরাজ, না করিয়া কালব্যাজ,
সত্বর গমন কর কৈলাস-শিখরে,
জানাও গে দেব-দুঃখ দেবী অম্বিকারে।
দেবের এ দশা শুনি, অবশ্যই কাত্যায়নী

পাবেন বেদনা তাঁর কোমল অন্তরে,—
করুণা-আধার তিনি এ বিশ্ব-সংসারে।
দৈত্যের অটুট দম্ভ শুনি ত্রিনয়নী
উঠিবেন রণপ্রিয়া রণউন্মাদিনী—
ভীমা অসি ধরি করে, দৈত্যের সংহার তরে,
ধাইবেন রণ-আশে ভৈরবীরূপিণী ;—
কে রক্ষিবে দৈত্যরাজে রুষিলে ঈশানী ?
হরের পরম ভক্ত দৈত্যচূড়ামণি,
নাশিতে ভকত-জনে যদি শূলপাণি,
যদি সেই ভোলানাথ না দেন সমরে হাত,
সঙ্কটে পড়িলে তাঁর মানস-মোহিনী,
অবশ্য সহায় তাঁর হবেন তখনি।
ব্যোমকেশ বৈরিভাবে দাঁড়ালে সমরে,
কে আর রক্ষিবে সেই দনুজ-ঈশ্বরে ?
মরিবে অমর-ত্রাস, ঘুচিবে অমর-ত্রাস,
নির্ভয় হইবে দেব ত্রিদিব-মাঝারে,
আমিও সে কারামুক্ত হইব অচিরে।

ইন্দ্র।—কি চিন্তা মোদের আর, ওগো সুরেশ্বরি!
বুঝিনু নির্ভয় আজ হল সুরপুরী ঃ—
কমলা সদয়া যারে, সে আর কাহারে ডরে ?
সহায় যে অভাগায় আপনি শ্রীহরি,
কি ভয় তাহার আর, ওগো শুভঙ্করি ?
জননি ! যদ্যপি দয়া হয়েছে তোমার,
দয়ার উপর দয়া কর আর বার,

আমা সবে চল লয়ে, কৈলাসে গৌরীশালয়ে,
তোমা সহ গেলে পাব প্রসাদ উমার,
তোমা বিনা অমরের কে আছে গো আর ?

লক্ষ্মী।—আমি গেলে হয় যদি, ওহে সুরেশ্বর !
চল তবে যাই লয়ে যতেক অমর ;
দেখে আসি অম্বিকারে, তপোমগ্ন মহেশ্বরে,
বিলম্ব করো না তবে চলহ সত্বর,
প্রভাতে করিবে পূজা মোরে দৈত্যবর।

ইন্দ্র।—কি কাজ বৃথায় আর কাল-ব্যাজ করি,
বিমান প্রস্তুত ওই হের, শুভঙ্করি !
তুল ও বরাঙ্গ রথে, দেবগণে লয়ে সাথে,
যাইতেছি পরে তব পদ অনুসারি,
যাত্রা করি শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরি।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাস।

গৌরী, লক্ষ্মী ও দেবগণ।

গৌরী।—ত্যজিয়া কমলদলে, সঙ্গে লয়ে দেবকুলে,
এ গভীর নিশাকালে কেন, গো কমলে ?
কি অসুখ হল পুনঃ, কহ, গো চপলে ?

চিরকাল দেখিতেছি চঞ্চল-স্বভাব,
সুখ-সরে স্থিত তবু সুখের অভাব!

লক্ষ্মী।—নিশায় না আসি আর আসি বা কখন,
জান না কি পরাধীনা আমি গো এখন?
বন্দিনী করিয়া মোরে, রাখিয়াছে কারাগারে,
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দৈত্য ত্রিলোক-দমন,—
ভয়ে যার থরথরি কাঁপে ত্রিভুবন।
চঞ্চল স্বভাব মোর ঘুচেছে, ঈশানি,
হয়েছি পিঞ্জরাবদ্ধা ধৃতা বিহঙ্গিনী!
নানাবিধ উপচারে, ভক্তিসহ সমাদরে,
সারাদিন পূজে মোরে দৈত্য-কুলমণি,
তিলমাত্র অবকাশ না আছে, জননি!
সুষুপ্ত দানব এবে গভীর নিদ্রায়,
তাই আসিয়াছি এই গভীর নিশায়।
দৈত্যের অজ্ঞাতে রাতে, আসিয়াছি ত্রিদিবেতে,
যাব পুনঃ রাতে রাতে গোপনে ধরায়,
প্রত্যূষে উঠিয়া শুম্ভ পূজিবে আমায়।
দেখ, ত্রিনয়নি, এবে কি সুখ আমার!
পরাধীনা বন্দিনী যে, কি সুখ তাহার?
হের পুনঃ, ত্রিনয়নে, দানবের উৎপীড়নে,
সশঙ্কিত দেবকুল স্বর্গের ভিতর,
মলিন লাবণ্যহীন শীর্ণ কলেবর!
দেব-দুঃখ আমি আর দেখিতে না পারি,
বারেক অপাঙ্গে তুমি হের, মা শঙ্করি!

দেবের দুর্গতি যত, হায়, আর কব কত,
সে প্রফুল্ল মুখ আর কাহারো না হেরি,
ঘোর দুঃখভারে ম্লান অবনত, মরি!
একে মহাবীর্য্যবান দৈত্যচূড়ামণি,
তাহাতে সহায় তার ত্রিশূলী আপনি,
ভোলানাথ মহেশ্বর দৈত্যে দিয়াছেন বর,
মরণের ভয় এক, তাও নাহি তার;
দেবের উপায়, মা গো, নাহি দেখি আর!
তোমারই রক্ষিত যত অমর সন্তান,
তোমারই হেলায় ভুঞ্জে এত অপমান!

ইন্দ্র —কি আর বলিব, মাতঃ জগত-জননি,
বলিতে দুঃখের কথা নাহি সরে বাণী!
দুঃখের অর্গলে বদ্ধ, বাক্‌দ্বার সদা রুদ্ধ,
মরমে মরিয়া আছি, ত্রৈলোক্য-তারিণি;
দেব-ভাগ্যে এত দুঃখ কেন তা না জানি!
না জানি কি দোষী মোরা তোমার চরণে,
না জানি কি অপরাধী ধূর্জ্জটী-সদনে;
করিয়াছি কিবা পাপ, কেন এত মনস্তাপ
দিতেছ, গো জগদম্বে, যত দেবগণে?
কি দোষে অমরগণে ঠেলিলে চরণে?
দেখ, মাতঃ! বায়ু, রবি, বরুণাদি সবে
তেজোহীন,—অহি যেন হিমের প্রভাবে।
দুর্দ্দান্ত দৈত্যের ডরে, কাঁপে সবে থরথরে,
ত্রাসে সশঙ্কিত প্রাণ বসিয়ে ত্রিদিবে;

মেলিতে না পারে দেহ এ বিপুল ভবে।
সঙ্কুচিত হয়ে আর রব কত কাল?
অমর না হলে, মাতঃ, ঘুচিত জঞ্জাল!
এ দায়ে পাইতে ত্রাণ সবে ত্যজিতাম প্রাণ,
এড়াতাম এ যন্ত্রণা, এই অপমান,—
দৈত্য-ক্রীতদাস যত অমর-সন্তান!
কেন বা অমর করি এত বিড়ম্বনা!
কেন বা ইন্দ্রত্ব দিয়ে এতেক লাঞ্ছনা!
উচ্চ গিরি-শৃঙ্গে তুলি, অবশেষে দিলে ফেলি
অতল সাগর-গর্ভে,—কেন বা না জানি,
ইহাই কি ছিল মনে, জগত-জননি?
উগ্রচণ্ডা তুমি, মাতঃ, দানব-দলনী,
দেব-হিতে সদা রতা অসুর-নাশিনী।
দেবত্রাতা মহেশ্বর, মহাকাল বিশ্বম্ভর,
কোথা সে নামের গুণ, ভুবনকল্যাণি!
নিজ নিজ ধর্ম্ম দোঁহে ভুলিলে, ঈশানি?
দুর্ম্মদ মহিষাসুরে মর্দ্দিলে, জননি,
কোথা সে মহিমা তব, মহিষমর্দ্দিনি?
তুমি, মাতঃ, আদ্যা শক্তি, কোথা তব সেই শক্তি—
অমর-নিকর-রিপু-বিক্রম-ভঞ্জিনী?
কোথা সেই তেজঃ তব, সমর-রঙ্গিণি?
শুম্ভের সৌভাগ্য-তেজে বুঝি সে শকতি,
মন্দীভূত, তিরোহিত হয়েছে সম্প্রতি!
মোদের দুর্ভাগ্য ভরে, ভুলিয়াছ আপনারে,

দেখেও না দেখ এই দেব-অপমান,
মোদের লাঞ্ছিছে দৈত্য তোমা বিদ্যমান!
মোরা চির-অনুগত, তব চির-পদাশ্রিত,
আজন্ম সেবিয়া, হায়, ও পদ-কমল,
অবশেষে, জগদম্বে, এই হল ফল?
নিরীহ অমর-কুলে, দুঃখ-নীরে ভাসাইলে,
তবু ও চরণ তব শিরে ধরে আছি,
দেখি, কি তোমার ধর্ম্ম, বাঁচি কি না বাঁচি!
নিস্তার, মা নিস্তারিণি অম্বিকে ঈশানি,
পাষাণ-নন্দিনী বলে হয়ো না পাষাণী।

গৌরী।—ক্ষান্ত হও, ইন্দ্র, আর হয়ো না ব্যাকুল,
ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, হে অমরকুল!
বুঝিয়াছি দৈত্য-পতি, পামর পাষণ্ড অতি,
হরের প্রসাদ লভি অমর-নিকরে
উৎপাড়িছে দিবানিশি ঘোর অত্যাচারে।
কার সাধ্য কে বা স্পর্শে মম রক্ষ্য জনে,
এই ধরিলাম অসি দৈত্যের নিধনে,
এখনি যাইব রণে, কার সাধ্য ত্রিভুবনে,
দানবের রক্ষা-হেতু আমারে নিবারে!
এখনি দৈত্যের দম্ভ খণ্ডিব সমরে।
দেখিব কতই বল তার বাহুদ্বয়ে,
দেখিব কতই তার সাহস হৃদয়ে,
দেখিব সে হর-ভক্ত, সমরেতে কত শক্ত,
দেখিব তাহারে হর রক্ষিবে কেমনে!

স্বয়ম্ ধরিয়া অসি চলিলাম রণে।
হে ত্রিদিব-বাসিগণ যতেক অমর!
যাও নিজ নিজ স্থানে ত্যজি দৈত্যডর।
তোমাদের হিত-তরে, ধরিলাম অসি করে,
ত্বরায় দানবকুল করিব সংহার,
বিনাশিয়া দৈত্যরাজে সান্ত্বিব সংসার।

ইন্দ্র।—সার্থক জীবন আজ, মানস সফল,
বুঝিনু নির্ভয় আজ হ'ল দেবদল।
চল রবি, চল বায়ু, দানবের পরমায়ু
এত দিনে হ'ল শেষ বুঝিনু নিশ্চয়,
আপনি অভয়া দেবে দিলেন অভয়।
যাই তবে মোরা সবে নিজ নিজ স্থানে,
প্রণমি, জননি, তব অভয় চরণে।

গৌরী।—যাও, হে অমরগণ! নির্ভয় অন্তরে,
দুর্দ্দান্ত দানবপতি মরিবে অচিরে।

[দেবগণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী।—অনুমতি দেহ মোরে, যাই পুনঃ শুম্ভাগারে,
দেখ সচেতন উষা উদয়-অচলে,
উজ্জ্বল কিরীট ওই শোভে উষা-ভালে,
হের মাতঃ, পূর্ব্বপথে, অরুণ উঠিছে রথে,
ত্বরায় যাবেন রবি বিশ্ব আলোকিতে,
দেহ অনুমতি, মাতঃ, যাই গো মরতে।

গৌরী।—যাও, গো চঞ্চলে, আমি আশীষি তোমায়,
দৈত্য-কারাগার-মুক্ত হইবে ত্বরায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—শুম্ভের প্রমোদ-কানন।

গৌরী, জয়া ও বিজয়া।

বিজয়া।—দেখ্ লো দেখ্ লো জয়া, সেজেছেন মহামায়া,
ভুবনমোহিনী-রূপে মোহিয়া ভুবন,
আলোকিয়া রূপ-তেজে দৈত্য-উপবন।
দেখ্ লো রূপের আভা, চমকে বিজলী-প্রভা
মার্জ্জিত সুচারু তনু সুন্দর বদন,
মেঘমুক্ত শশী যেন উজলি গগন।
দেখ্, সখি, একবার, সুরূপের একাধার,
গিরিশিরে বিকসিত কনক-কমল,
উজলিত আলোকিত আজি বিন্ধ্যাচল।
মরি, কি মোহিনী শোভা, রাঙ্গায় রাঙ্গার আভা,
অলক্তক-সুশোভিত রাঙ্গা পা দুখানি,
উজ্জ্বল নখরে শোভে শত নিশামণি।
দেখ্ সখি, দেখ্ রঙ্গে, অঙ্গরাগ চারু অঙ্গে,
উজ্জ্বল মাধুরীময় সুষমার খনি,
সোহাগে কাঞ্চনে মরি বেড়িয়াছে মণি!

জয়া।—মোহিনী মানবী-বেশ, নাহিক রূপের শেষ,
একটি নয়ন মরি গিয়াছে মিলায়ে,
ঘুরিছে অপর দুটি ভুবন ভুলায়ে।

বিজয়া।—সুমার্জ্জিত, উজলিত, সুগন্ধিত, বিকুঞ্চিত,
বিমুক্ত চিকুর-দাম, বিমুক্ত কুন্তল,
প্রাতঃসৌরকরে এবে করে ঝল্‌মল।
শঙ্করের শিরোপরে, বহে কলকল স্বরে,
চঞ্চল-সলিলা গঙ্গা শুভ্রাঙ্গী তটিনী,
তরল-রজত-স্রোতঃ তরঙ্গ-রঙ্গিণী।
হের শঙ্করীর শিরে, বহিতেছে ধীরে ধীরে,
চঞ্চলা তরঙ্গায়িতা কৃষ্ণা তরঙ্গিণী,
চুম্বিছে আছাড়ি পড়ি রাঙ্গা পা দুখানি!

জয়া।—নিন্দিয়া চন্দ্রিকা-ভালে, চারু ললাটিকা জ্বলে,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু চিত্রিত যতনে,
হেন রূপ আর কভু হেরি নি নয়নে!

বিজয়া।—হরির মোহিনী-বেশ, নিরখিয়া ব্যোমকেশ
প্রমত্ত চঞ্চল-চিত্ত আকুল পরাণ,
কোথা পালাবেন হরি না পান সন্ধান ঃ—
না জানি এরূপ হেরে, কিবা ঘটে মহেশ্বরে,
তাই বলি, ওলো জয়া, হও সাবধান,
সাবধান,—হর যেন না দেখিতে পান।

গৌরী।—যা হোক্, লো সহচরি, যাও দোঁহে ত্বরা করি,
বিলম্ব করো না আর এই উপবনে,
এখনি কেহ না কেহ আসিবে এখানে।

জয়া।—আয়, লো বিজয়া, আয়, যাই তবে দুজনায়,
কৈলাস-শিখরে এবে চঞ্চল চরণে,
দৈত্য দেখিলেই দেবী পশিবেন রণে।

বিজয়া।—দাঁড়া লো দাঁড়া লো, জয়া, সাজাই ও চারু কায়া,
রমণীয় গিরি-জাত বিবিধ প্রসূনে,
সুন্দর শোভিবে সতী কুসুম-ভূষণে।

গৌরী।—প্রয়োজন নাই ফুলে, দেখ লো উদয়াচলে,
বসেছেন রবিদেব জগত জাগাতে,
ত্বরায় কৈলাসে গিয়ে দেখ ভোলানাথে।

বিজয়া।—যাই, গো অম্বিকে, তবে কৈলাস-অচলে,
হেথা তুমি থাক বসি অচলের কোলে।

[জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান।

গৌরী।—(পরিক্রমণ করিতে করিতে, স্বগত)—
সমগ্র স্বভাব-চিত্র চিত্রিত এখানে,
শোভার ভাণ্ডার হেরি এই উপবনে।
হতভাগ্য দৈত্যপতি! হয়ে পৃথিবীর পতি,
তবুও ঐশ্বর্য্যতৃষা মিটাতে নারিলি?
শেষে অমরের ঘোর দুর্গতি করিলি?
নিজ কর্ম্মদোষে দুষ্ট, আপনি মজিলি!

দূরে সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব।—(স্বগত)—
শুম্ভ ত্রিলোকের রাজা, তুলি যাঁর জয়ধ্বজা,
অকুত-সাহসে আমি ভ্রমি ত্রিভুবনে,

নগরে নগরে গ্রামে পর্ব্বতে কাননে।
আজি তাঁর উপবন, অগ্নিময় কি কারণ ?
এ হেন হিমানী-মাঝে কিসের অনল ?
অগ্নি এ ত নয়—এ যে আলোক বিমল !
বিমল উজ্জ্বল অতি, উত্তাপবিহীন জ্যোতিঃ,
ভুলিয়া গোলোকে বুঝি উতরিনু আসি,
কিম্বা ব্রহ্মলোকে হেরি এই তেজোরাশি।

(পরিক্রমণ)

গিরি-অধিত্যকা-দেশে, বিমল নির্ঝর-পাশে,
এ কি এ ? কামিনী এক, নবীনা যুবতী !
ইহারি রূপের এই সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ !
কিবা রূপ, আহা মরি, উজলিত বিন্ধ্যগিরি,
রূপের জ্যোতিতে মরি ধাঁধিতেছে আঁখি !
ভ্রম এ ত নয় ?—আঁখি রগড়িয়া দেখি।

(নয়নমর্দ্দন)

না, আমার ভ্রম নয়, কামিনীই সুনিশ্চয়,
ওই যে বরাঙ্গী বসি উজ্জ্বল-আকারা,
জলের ফোয়ারা-পাশে রূপের ফোয়ারা !
নতশিরে হেঁটমুখে, একদৃষ্টে কি ও দেখে ?
সুরূপের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে জলে,—
তাই দেখিতেছে কর রাখি গণ্ডতলে ?
চারু সুষমার ডালি, সুন্দর বদন তুলি,
কি দেখিছে ইতস্ততঃ চাহি শূন্যপানে ?
শুনিতেছে বুঝি দূর কোকিলের গানে ?

পলকে চাহিতে মরি কাড়ি নিল মন,
কেমনে যাইব ত্যজি এই উপবন!

(প্রকাশ্যে)—

কে গা তুমি, সীমন্তিনি, কেন হেথা একাকিনী?
কোথায় বসতি? তুমি কাহার রমণী?
দৈত্যের প্রমোদবনে বসি কেন, ধনি?
দৈত্য-পতি-দূত আমি দেহ পরিচয়,
সত্য কহ সব মোরে, কিছু নাহি ভয়।

গৌরী।—কি জিজ্ঞাস, দূত! তুমি?—কাহার রমণী আমি?
আমারে যে ভজে আমি তাহারি রমণী।
জিজ্ঞাসিছ বীরমণি, হেথা কেন একাকিনী?
শুধু হেথা নয়, আমি চির-একাকিনী।
জিজ্ঞাসিছ দৈত্যবর, কোথায় আমার ঘর?
সত্যই কহিব আমি তব সন্নিধানে—
সর্ব্বত্র আমার বাস যে দেখে যেখানে।

সুগ্রীব।—দৈত্য-পতি-দূত আমি, যে কথা কহিলে তুমি,
কিছু না বুঝিনু, ধনি, কহি সুনিশ্চয়;—
কি কহিব দৈত্যরাজে তব পরিচয়?

গৌরী।—বলিলাম আমি যাহা, দৈত্যরাজে বল তাহা,
ইহার অধিক মোর পরিচয় নাই,
যা কহিনু, দৈত্যরাজে বল গিয়ে তাই।

সুগ্রীব।—থাক তবে তুমি এই অধিত্যকা-দেশে,
কহি গে ইহাই তবে আমি সে দৈত্যেশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দৈত্য-সভা।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রভৃতি উপবিষ্ট।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

শুম্ভ।—কহ, দূত! কোথা হতে আসিলে এখন?

সুগ্রীব।—রাজকর আদাইয়া ভ্রমি ত্রিভুবন,
উপনীত দাস এবে এ সভামণ্ডপে।
হে রাজন্! যেথা যাই, করি দরশন,
সকলেই নতশিরঃ তোমার প্রতাপে।
হে রাজন্! তব যশঃ দীপ্ত চারি ধারে;
সকলেই তব যশঃ উচ্চ রবে গায়,
অন্দরে কন্দরে আমি ফিরি তব জোরে,
আমার অগম্য স্থান না আছে ধরায়।
কিন্তু বড় অপরূপ হেরিনু নয়নে,
হে দানবপতি, তব প্রমোদকাননে!

শুম্ভ।—কিরূপ সে অপরূপ কহ, দূত, শুনি?

সুগ্রীব।—রাজকার্য্য সমাপিয়া, প্রভাতসময়ে
রথ সহ বিন্ধ্যাচলে আইনু যখন,
হে দানবপতি! তথা হেরিনু বিস্ময়ে,—
দিব্যালোকে আলোকিত তব উপবন,

উজ্জ্বল উত্তাপহীন আলোক বিমল,
ঝলসে না সে ঔজ্জ্বল্যে কাহার(ও) নয়ন,
ভাবিলাম কোটি চন্দ্র ধরি বিন্ধ্যাচল,
রাখিয়াছে তুষিবারে তোমারে, রাজন্ !
প্রথমে কিছুই চক্ষে দেখিতে না পেয়ে,
ভ্রমিলাম শৃঙ্গে শৃঙ্গে খুঁজি ইতস্ততঃ,
অবশেষে, হে রাজন্ ! দেখিলাম চেয়ে
একটি নারীর রূপে দিক্ আলোকিত !
অধিত্যকা-দেশে, তব বিহার-উদ্যানে,
বসিয়া বিনোদবেশা নবীনা যৌবনী,
বিস্তৃত বিপুল কেশ, হাসি সুবদনে,
যেন কৃষ্ণ নব ঘন-কোলে সৌদামিনী।
অনুমানি হেরি তার পীনোন্নত স্তন,
(যৌবন-আগমে নারী-হৃদয়ের শোভা)
ফাটিয়া পড়িছে তার নবীন যৌবন,
দানব, মানব, মুনিজন-মনোলোভা।
কখন কুসুমপাশে বসি সেই বালা,
দেখিছে কুসুমকলি ফুটিছে কেমনে,
কখন বা ত্রস্তভাবে উঠিয়া চঞ্চলা,
শুনিছে বিহঙ্গগান চাহি শূন্যপানে।
হারায়ে বিজলী-ছটা, চঞ্চল চরণে,
ধরণী উপরে মরি লুটায়ে অঞ্চল,
ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ প্রমোদ-কাননে,
অধীরা যৌবনভরে সদা সচঞ্চল।

হে রাজন্! সে রূপের নাহি দেখি ওর.
আপনার ভাবে ধনী আপনিই ভোর!

শুম্ভ।—কি বলিলে, দূত! তুমি? সত্য কি সকলি?
সত্যই কি দেখিয়াছ সেই মহিলারে?
এমনি তাহার রূপ রয়েছে উজলি
প্রমোদ-কানন মম? সত্য বল মোরে?

সুগ্রীব।—হে রাজন্! তুমি মোর মস্তকের মণি,
কি আর কহিব, প্রভো! তোমার চরণে,
স্বচক্ষেই দেখিয়াছি আমি সে রমণী,
অধিত্যকা-দেশে, তব প্রমোদ-কাননে।
কামের বিহার-ভূমি সে নারী-রতন,
মন্মথ-মানস-সরঃ নয়নযুগল,
আনন্দে খেলিছে তথা অশান্ত মদন,
ভরা যৌবনের ভরে সদা সচঞ্চল।
বরাঙ্গীর গণ্ডযুগ রক্তশতদল,
মন্দার-কুসুম-শোভা চারু ওষ্ঠাধরে,
বিলুণ্ঠিত মুক্তকেশ করে ঝল্‌মল,
বিভ্রমে ভ্রমিছে ভৃঙ্গ আনন্দ অন্তরে।
আর কি কহিব, প্রভো! তব সন্নিধানে,
অন্তরের ভাব সব রহিল অন্তরে,
আঁখি যা দেখেছে, তাহা না আসে বদনে,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি অবনী-মাঝারে।
অবাক্ হইনু আমি রমণীরে হেরে,
তারি রূপচ্ছটা দেশ করেছে উজ্জ্বল,

জিজ্ঞাসিতে যাই, মুখে কথা নাহি সরে,—
দিয়াছিল বাক্‌দ্বারে কে বুঝি অর্গল।
মরি, কি রূপের ছটা হতেছে বাহির,
আলোকিত যাহে মোর মানস-মন্দির!

শুম্ভ।—দূত! সুচতুর তুমি,—কেবলি কি তারে
দূর হতে নিরখিয়া ফিরিয়া আসিলে?
কেবলি ইহাই কি হে বলিতে আমারে
উপনীত হইয়াছ এই সভাতলে?

নিশুম্ভ।—একাকিনী কেন বামা বিন্ধ্যাচল-শিরে?
কোথায় বসতি তার? কাহার রমণী?
জিজ্ঞাসিয়াছিলে কি হে সেই মহিলারে,
কি মানসে উপবনে বসি সেই ধনী?

সুগ্রীব।—তোমাদের বলে বলী আমি, দৈত্যমণি!
আমি কি ডরাই কারে এ বিশ্ব-ভুবনে?
কেনই বা ডরাইব দেখি সে রমণী?
সুধায়েছি সব তারে সেই উপবনে।
কহিল রমণী মোরে মধুর বচনে;—
"আমারে যে ভজে, আমি তাহার রমণী,
সর্ব্বত্রই বাস মোর যে দেখে যেখানে,
সাথী নাহি মোর, আমি চির-একাকিনী।"

শুম্ভ।—সুগ্রীব! বিলম্বে তবে নাহি প্রয়োজন,
আর এক বার যাও বিন্ধ্যগিরি-শিরে,
কহ গে সে মহিলারে, আদরে এখন
ত্রিলোকের পতি শুম্ভ ভজিবে তাহারে।

যে ভজে বামারে বামা তাহারি রমণী,
যাও, হে সুগ্রীব যাও বল গে তাহারে,—
ত্রিলোকের পতি শুম্ভ দিবস যামিনী
ভজিবে তাহারে সদা পরম আদরে।
দেবগণ নতশিরঃ যাহার চরণে,
সে তারে রাখিবে তুলি নিজ শিরোপরি।
রাজত্ব যাহার এই বিপুল ভুবনে,
সে তারে করিবে মন-রাজ্যের ঈশ্বরী।
ভাল করি বুঝাইয়া সে নারী-রতনে,
ত্বরায় আনহ তুমি মম সন্নিধান,
অশ্ব, গজ, রথ, কিম্বা শিবিকারোহণে,—
যাহাতে সে আসে, যাহা চায় তার প্রাণ।
বৃথায় ক্ষেপণ আর করো না সময়,
ত্বরায় আইস ফিরি বিলম্ব না সয়।

সুগ্রীব।—কেন বা বিলম্ব হবে, ওহে দৈত্যমণি!
এখনি যাইব তব আজ্ঞা ধরি শিরে;
এখনি লইয়া আসি সে কৌস্তুভ-মণি,
দোলাইব তব গলে আনন্দ অন্তরে।

শুম্ভ।—অবিলম্বে আন গিয়ে তুমি সে বামারে।

[সুগ্রীবের প্রস্থান

নিশুম্ভ।—(স্বগত)—
সম্মুখে ভেটিতে ভীত কুমতি মদন,
দূত-বাক্য ছদ্মবেশে প্রবেশিল ধীরে,

শ্রবণ-বিবর দিয়া হায় রে, এখন,
দানবপতির প্রেম-বিমুগ্ধ অন্তরে!

তৃতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—প্রমোদ-কানন।

(গৌরীর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব।—কি, গো ধনি! কি করিছ? কি ভাবে ভ্রমিছ?
আবার এলাম আমি তোমায় দেখিতে।
হেঁটমুখে একদৃষ্টে ফুলে কি দেখিছ?
রূপের কি প্রতিবিম্ব পড়েছে উহাতে?
রূপের সাগর তুমি, ওগো বিনোদিনি,
চাপল্য তরঙ্গে সদা সচঞ্চল ভাব,
কি রূপ আবার তুমি দেখিতেছ, ধনি!
ও বরাঙ্গে রূপের কি আছে গো অভাব?
ঈষৎ হাসিছ কেন আমারে হেরিয়া,
উজ্জ্বল রবির বিভা মলিন করিয়া?

গৌরী।—এই যে আসিয়াছিলে, কি হেতু আবার?
খুলিয়া বল না কেন নিজ অভিপ্রায়,
একাকী আসিছ কেন হেথা বার বার,
ভয় নাই, বল কি বা বলিবে আমায়?

সুগ্রীব।—শুন শুন, সুবদনি! শুন সমাচার,
বড় ভাগ্যবতী তুমি, ওগো রসবতি,
খুলিয়া মনের কথা কহি এই বার—
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী শুম্ভ ত্রিলোকের পতি।
যে জনের কীর্ত্তিরাশি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে,
যার বাণে জর জর অমরনিকর,
তোমার লাগিয়া আজি শুন, সুবদনে!
মদনের শরে তার জর্জ্জর অন্তর।
এস মোর সাথে, আমি তোমারে লইয়া
যাই দৈত্যপতি-পাশে; প্রফুল্ল অন্তরে,
ত্রিলোকের আধিপত্য—মুকুট ফেলিয়া,
তুলিয়া লবেন তিনি মস্তকে তোমারে।

গৌরী।—এই কি মনের কথা, দূত হে, তোমার?
এসেছ কি তুমি মোরে লইবার তরে?
কিন্তু শুন, পণ এক আছে হে আমার,
পূরণ হইলে তাহা যাইব অচিরে;—
জিনিতে পারিবে মোরে যে জন সমরে,
সবলে লইতে মোরে পারিবে যে জন,
যে জন পারিবে মোর দর্প হরিবারে,
তারেই করিব আমি পতিত্বে বরণ।
বল গিয়া দৈত্যনাথে এই মোর পণ,
বিনা যুদ্ধে এক পদ নড়িব না কভু;
সাধ্য থাকে আমা সহ যুঝুন এখন,—
দেখিব কেমন বীর তোমার সে প্রভু।

রণে পরাভবি মোরে, বাসনা যথায়
লয়ে যান, যাব আমি অবতন-শিরে,
যথা রাখিবেন, আমি রহিব তথায় ;
এই পণে রণে আমি আহ্বানি হে তাঁরে।

সুগ্রীব।—সে কি, ধনি ! সে কি কথা ! "রণ" কি বলিছ ?
জান কি, সুন্দরি, তুমি কারে বলে রণ ?
পাগলের মত তুমি ও কথা তুলিছ—
হাসি পায় শুনে তব সৃষ্টিছাড়া পণ।
নয়ন-বাণেতে তাহা হয় না সাধন,
বিশেষ দৈত্যের সহ,—নির্ম্মম নির্দ্দয়,—
চাহিয়া দেখে না তারা সমরে যখন,
সুচারু নয়ন কিম্বা উন্নত হৃদয়।
কোমলাঙ্গি ! শস্ত্রযুদ্ধ সাজে কি তোমারে ?
কাতরা ছিঁড়িতে তুমি কুসুমের দল ;
পবন ঈষৎ যদি প্রবলতা ধরে,
ব্যথিত করে গো তব বরাঙ্গ কোমল।
দানবের বজ্রবক্ষ সেনাগণ সহ
কেমনে যুঝিবে তুমি তাহা নাহি জানি !
কোমল-মৃণাল-ভুজে কেমনে তা কহ,
ধরিবে আয়স-অস্ত্র বল, বরাননি ?
ভ্রমিতে কুসুমবনে স্বেদাক্ত শরীর,
কেমনে সহিবে তুমি সমরের ক্লেশ ?
হানিবে ভীষণ বাণ যত দৈত্যবীর,
পাষাণ-হৃদয় তারা, নাহি দয়া-লেশ।

যুদ্ধ কি মুখের কথা, ছেলে-খেলা, ধনি !
ছাড় এই সর্ব্বনেশে সৃষ্টিছাড়া পণ,
আপনার নাশহেতু হইয়া আপনি,
বিষম পাতকে, ধনি, হয়ো না মগন।
ভালয় ভালয় এস আমার সহিত,
লয়ে যাই তোমারে গো পরম আদরে,
দৈত্যনাথ সহ সেথা হইবে মিলিত,
চাঁদে চাঁদে মিল যেন হইবে সংসারে।

গৌরী।—বৃথা বাক্যব্যয়ে, দূত, নাহি প্রয়োজন,
বল তুমি গিয়ে সেই দনুজ-ঈশ্বরে,—
কভু না লঙ্ঘন হবে মোর দৃঢ় পণ,
জিনিবে যে মোরে, আমি বরিব তাহারে।
ডাক আনি দৈত্যনাথে সহ দৈত্যদল,
আসিয়া যুঝুন তিনি অবলার সনে,
দেখিবে তখন এই নারী-ভুজ-বল,
দেখিবে দানবগণ মরিবে কেমনে।
দানবের বজ্রবক্ষ বিন্ধি অবহেলে,
ভাসাব শোণিত-স্রোতে দৈত্য-অনীকিনী,
দৈত্য-সেনাপতি সহ ভীষণ অনলে
পোড়াইব দৈত্যরাজে অগ্নিবাণ হানি।
বিশ্বজয়ী দৈত্যদল পশিলে সমরে,
নিবিড় শরের জালে ছাইব সংসার,
বধির করিব সবে কোদণ্ড-টঙ্কারে,
রোধিব বায়ুর গতি দেখাব আঁধার।

সুগ্রীব।—অবাক্ হইনু, ধনি, শুনি এই কথা;
না জানি, কি আছে মনে তোমার, সুন্দরি!
কিন্তু ভাবিলেও মনে পাই বড় ব্যথা,
ও বরাঙ্গ অস্ত্রাঘাতে কলঙ্কিবে, মরি!

গৌরী।—বৃথা বাক্যব্যয়ে, দূত, নাহি প্রয়োজন,
বল তুমি গিয়া সেই দনুজ-ঈশ্বরে,—
কভু না লঙ্ঘন হবে মোর দৃঢ় পণ,
জিনিবে যে মোরে, আমি বরিব তাহারে।

সুগ্রীব।—ভাল কথা শুনি যদি মন্দ ভাব, ধনি,
আর না বলিব,—কর যাহা ইচ্ছা তাই,
আত্মনাশে দৃঢ় পণ করেছ আপনি,
তাহাতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই।
মরিবে যে রোগী, তাকে মহৌষধি দিলে
গিলে কি সে তাহা? আর কি কব তোমারে!
ভাল না করিলে, ধনি, এই কথা তুলে,—
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে!
থাক থাক ক্ষণকাল, দেখিবে অচিরে,
মৃত্যু-বিভীষিকা-সম দৈত্য-সৈন্যগণ,
ভাসাবে ও চারু অঙ্গ প্রতপ্ত রুধিরে,
ত্বরায় লইবে আসি তোমারে শমন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-সভা।

শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি উপবিষ্ট।

নিশুম্ভ।—রাজন্! কনিষ্ঠ আমি, কি কহিব আর—
কার সাধ্য আপনারে দেয় উপদেশ;
নমিত চরণে তব এ বিশ্ব-সংসার,
ভয়ে ভীত স্বর্গে ইন্দ্র, পাতালেতে শেষ।
ভুবন-সম্রাট্ ভ্রাতঃ, সুবিজ্ঞ আপনি,
কিন্তু এ জগতে হেন নাহি কোন জন
ভ্রমে নাহি পড়ে কভু;—হে দানবমণি!
আপনিও পড়েছেন ভ্রমেতে এখন।
সত্য বটে সে ললনা পরমা রূপসী,
রূপের আভায় তার দিক্ আলোকিত,
কিন্তু বিশ্ব আলোকিছে যাঁর কীর্ত্তিরাশি,
তুচ্ছ-নারী-প্রেমে পড়া তাঁর কি উচিত?
শুম্ভ।—একে ত সুন্দরী তাহে নবীন যৌবন,
সে রূপের অনুরূপ নাহি ত্রিভুবনে;

ত্রিলোকের পতি আমি ত্রিলোক-দমন,
শ্রেষ্ঠ যাহা সৃষ্ট তাহা আমার(ই) কারণে।
এ জগতে কেবা হেন শ্রেষ্ঠতম জন,
এ জগতে কেবা হেন আছে ভাগ্যধর,
এ জগতে উপযুক্ত কেই বা এমন,
সে মণি যাহার গলে শোভিবে সুন্দর ?
ভুজঙ্গম-শিরে শোভে সমুজ্জ্বল মণি,
কে কোথা দেখেছে তাহা ভেক-শিরে জ্বলে ?
শঙ্কর-ললাট-শোভা চারু নিশামণি,
কে কোথা দেখেছে তাহা শোভে বৃষ-ভালে ?

নিশুম্ভ।—অনুজ তোমার আমি, হে দৈত্য-রাজন্ !
আমার কি সাধ্য আমি বুঝাই তোমারে ?
কিন্তু, ভেবে দেখ দেখি স্থির করি মন,—
কে তুমি ? আবদ্ধ এবে কার প্রেম-ডোরে ?
তোমার প্রমোদ-বনে এসেছে রমণী,
এসেছে আসুক,—পুনঃ যাক্ সে চলিয়া,—
তোমার উচিত কি হে সেই কথা শুনি,
তার রূপে মুগ্ধ হ(ও)য়া আপনা ভুলিয়া ?
এমন ঐশ্বর্য্য ভবে আছে বা কাহার ?
শত শত দেব-কন্যা সুরূপের খনি,—
উজ্জ্বল-বরণা সবে,—কিঙ্করী তোমার,
সংসার-দুর্লভ-রূপা শুভ্রা দৈত্যরাণী।
পরনারী কন্যাসম কর দরশন,
পৃথ্বীরাজ ! রাজধর্ম্ম করহ পালন।

শুম্ভ।—বৃথা বুঝা'ও না, ভাই, মোরে তুমি আর,
লভিতে সে নারী-রত্নে প্রতিজ্ঞা আমার।

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সম্বাদ কি, দূত? কই, কোথা সে রমণী?
পিছে কি আসিছে ধনী শিবিকারোহণে?
আগে কি এসেছ তুমি, ওহে বীরমণি!
মঙ্গল-সম্বাদ লয়ে আমার সদনে?

সুগ্রীব।—সম্বাদ মঙ্গল আর কহিব কেমনে!
বাসনার বিপরীত ঘটেছে এখন,
কহিনু যতনে আমি সে নারী-রতনে,
পতিত্বে তোমারে, প্রভো! করিতে বরণ।
সদর্পে কহিল তবে রমণী আমারে;—
সমরে জিনিতে তারে পারিবে যে জন,
যে জন পারিবে তার দর্প হরিবারে,
পতিত্বে তারেই সেই করিবে বরণ।
বলিল সকল কথা কহিতে তোমারে,
বিনা যুদ্ধে এক পদ নড়িবে না ধনী;
যে জন পারিবে ল'তে সবলে তাহারে,
হয়ে রবে বামা তার চির-প্রেমাধীনী।

শুম্ভ।—আকাশ-কুসুম-সম তোমার বচন,
বিস্মিত হইনু শুনি রমণীর বাণী,
মোর সহ নারী চাহে করিবারে রণ?
উন্মাদিনী নয় ত সে, কহ দূত, শুনি?

সুগ্রীব।—উন্মাদিনী কেমনে বা কহিব তাহারে,
স্বরূপ কহিল ধনী তার এই পণ,
বার বার এই কথা কহিল আমারে,
সদর্পে আহ্বানি রণে তোমারে, রাজন্!
শুম্ভ।—সত্য কি, হে দূত! সত্য এই তার পণ?
আমার সহিত চাহে রণ করিবারে?
জানে না কি শুম্ভ আমি শমন-দমন?
জানে না কি ত্রিসংসার কাঁপে মোর ডরে?
অরুণ, বরুণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ
পরাজিত যে শুম্ভের অটুট বিক্রমে;
হাসি পায় শুনি এই প্রলাপ-বচন,—
সে শুম্ভে রমণী আজি আহ্বানে সংগ্রামে!
বাখানি তাহারে আমি, ধন্য সে ললনা!
গর্ব্বিত বচন তার বীর-প্রীতিকর,
যা হোক্, দেখিব তার সেই বীরপণা,
কি সাহসে চাহে ধনী করিতে সমর।
বীরাঙ্গনা সে সুন্দরী স্বষ্টা বীর তরে,
বীর-যোগ্যা, বীর-ভোগ্যা সে নারীরতন;
আমা সম বীর বল কে আছে সংসারে?
বিধাতা গড়েছে তারে আমার(ই) কারণ।
সসৈন্যে গমন কর বিন্ধ্য-সন্নিধানে,
কোন্ সেনাপতি এবে আছ হে এখানে?
ত্বরায় আনহ সেই রমণী-রতনে,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার ভয়ঙ্কর রণে।

ডাকি আন, দূত, তুমি ধূম্রলোচনেরে,
সেনাপতি-পদে আমি বরিলাম তারে।

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

বিষম ক্রোধাগ্নি জ্বলি উঠে অন্তরেতে,
শুনিল না গরবিণী আমার বচন ?
আবার শুনিয়া হাসি নারি সম্বরিতে,
কোমলাঙ্গী আমা সহ চাহে কি না রণ!

সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ।

ধূম্র।—কি কারণ স্মরিয়াছ এ দাসে, রাজন ?
কি কাজ সাধিতে হবে কহ, দৈত্যনাথ ?
কাহারে পাঠাতে হবে শমন-সদন ?
করিতে কি হবে আজি শত ইন্দ্রপাত ?
নির্ম্মিতে হবে কি গিরি আজি দেব-মেধে ?
দেখাতে হবে কি যমে ঘোর যমালয় ?
অনুমতি দেহ, প্রভো! যাইয়া অবাধে
উপাড়িয়া সাগরেতে ফেলি হিমালয়।
বায়ুরে কি লৌহ সম করি দিব গুরু
শব-পরমাণু-রাশি মিশায়ে উহায় ?
উৎপাটিতে হবে বল কার দন্ততরু ?
কি করিতে হবে, প্রভো, আদেশ আমায় ?

শুম্ভ।—জানি, হে ধূম্রলোচন! তব তেজ আমি,
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভূমণ্ডলে ;
অকুত-সাহস তব, বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,

সকলি করিতে পার তুমি অবহেলে।
শুন, সেনাপতি! তুমি ত্বরিত গমনে
বিন্ধ্যাচল-সন্নিধানে যাও একবার,
দেখিবে ভ্রমিছে তথা প্রমোদ-কাননে,
নবীনা যুবতী এক প্রেমের আধার।
রূপ-অহঙ্কারে মত্ত কলাপিনী প্রায়,
গিরি-অধিত্যকা-দেশে বসি গরবিণী
পাঠানু সুগ্রীবে আমি আনিতে তাহায়,
তার পাশে এই পণ করিল সে ধনী,—
জিনিতে পারিবে তারে যে জন সমরে,
সবলে লইতে তারে পারিবে যে জন,
যে জন পারিবে তার দর্প হরিবারে,
তারেই করিবে বামা পতিত্বে বরণ।
শীঘ্রগতি যাও, বীর! তুমি বিন্ধ্যাচলে,
সমরে সমর-সাধ মিটাইয়া তার,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার নিজ ভুজবলে,
অবিলম্বে আন তারে নিকটে আমার।
সেনাপতি-পদে তোমা বরিলাম আজ,
শীঘ্রগতি যাও, বীর! বিলম্বে কি কাজ।

ধূম্র।—কোথাকার সে রমণী বুঝিতে না পারি,
মোদের সহিত চাহে করিবারে রণ!
এ কথা শুনিয়া হাসি সম্বরিতে নারি,
হেন মতিচ্ছন্ন তার কিসের কারণ?
যা হোক্, এখনি তারে আনিব ধরিয়া,

রণ কি করিব আর রমণীর সনে!
হুহুঙ্কারে গর্ব্ব তার খর্ব্বিত করিয়া,
এখনি আনিয়া দিব তোমার চরণে।
চলিলাম তব আজ্ঞা করিতে পালন,
প্রণমি চরণে তব, হে দৈত্য-রাজন্!

শুম্ভ।—সুগ্রীবের সহ ত্বরা করহ গমন,
যাও, বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন।

[সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—প্রমোদ-কানন।

সুগ্রীব ও ধূম্রলোচনের প্রবেশ।

ধূম্র।—এই ত হে উত্তরিনু বিন্ধ্য-সন্নিধানে;
এই ত আসিনু এবে প্রমোদকাননে।
কহ, দূত! কহ শুনি, কোথা সেই বরাননী?
পলাইল বুঝি মোর আগমন শুনে?
কে না ডরে ধূম্রাক্ষেরে এ বিশ্বভুবনে!
অচলে হেলাতে পারি গাত্রের রগড়ে,
মুষ্টিতে চূর্ণিতে পারি হিমাদ্রির চূড়ে,

যদি ছাড়ি হুহুঙ্কার, উথলয় পারাবার,
চিবাইতে পারি বজ্র দন্তে কড়মড়ে,
বিশ্ব উড়াইতে পারি নিশ্বাসের ঝড়ে।
কালান্তক যম ভীত নয়ন-ভঙ্গীতে,
ঘূরাই ইন্দ্রের মুণ্ড অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে,
রমণীর অহঙ্কার, তেজ গর্ব্ব দম্ভ তার,
একাকী, সুগ্রীব, তুমি পারিতে ভাঙ্গিতে,
আমারে আনিলে কেন রমণী-রঙ্গেতে ?

সুগ্রীব।—এই যে এখানে ছিল সেই গরবিণী,
কোথায় পলাল এবে তব নাম শুনি ?
এই ত ক্ষণেক পূর্ব্বে, কতই কহিল গর্ব্বে,
ডাকিল সে দৈত্যনাথে সমরে আহ্বানি,
কোথায় লুকাল পুনঃ সেই মায়াবিনী ?

ধূম্র।—না লুকায়ে কি করিবে, কি সাধ্য তাহার
ক্ষণেক দাঁড়াতে পারে সম্মুখে আমার ?
যা হোক্, সুগ্রীব তুমি, দেখ ওই বনভূমি,
পাতি পাতি করি এবে খোঁজ চারি ধার,
বামারে লইয়া ভূপে দিব উপহার।

[সুগ্রীবের প্রস্থান।

(বিন্ধ্যগিরির উদ্দেশে)—

বিন্ধ্যাচল! কি ভাবিছ বিরস বদনে ?
আমায় দেখিয়া ভয় হয়েছে কি মনে ?
নয়ন-নির্ঝর-বারি, ঝরিতেছে ধীরি ধীরি

ঘাড় তুলি কি দেখিছ?—পলাবে কেমনে?
পলায়ে বা যাবে বল, তুমি কোন্ স্থানে?
হেন সাধ্য কার বল, রক্ষিবে তোমারে
মোর হাত হতে? তুমি দেখাও সত্বরে
কোথা সেই মায়াবিনী, কোথা সেই গরবিণী,
এখনি বাহির করি দাও হে তাহারে,
নতুবা বিন্ধিব তোমা ভীম তীক্ষ্ণ শরে।
কোথায় লুকায়ে আছে কহ, সে রূপসী,
তুষারে ঢেকেছ কি হে সেই রূপরাশি?
দেখ এই ভীম ভুজে, রাখিয়াছি বাণ যুজে,
অনর্থ ঘটিবে তব যদি আমি রুষি,
তুমি ত প্রহরী হয়ে আছ হেথা বসি।
এখনি কাটিব শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে,
গুঁড়া করে দিব দেহ গদার প্রহারে,
এড়িয়া পবন-বাণ, ও প্রকাণ্ড দেহখান,
উড়ায়ে ফেলিব আমি অতল সাগরে,—
এই হানিলাম বাণ, রক্ষ আপনারে।

(শরসন্ধান)

গিরিশিরে গৌরী ও নিম্নে সুগ্রীবের প্রবেশ।

ধূম্র।—এই নাকি? হাঁ হে দূত! এই কি সে ধনী?
বটে বটে, রূপ বটে! ধন্য বরাননী!
কোথায় লুকায়েছিল, কোথা হতে পুনঃ এলো,
এ দেশ করিল আলো রূপে গরবিণী;

কোথায় লুকায়েছিল আলোক-রূপিণী ?

সুগ্রীব।—পাতি পাতি করিয়া যে খুঁজিলাম গিরি,
কোথায় লুকায়েছিল না জানি সুন্দরী ;
অনুমানি এ রমণী, হবে ঘোর মায়াবিনী,
ধীরে আসি দাঁড়াইল গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কেমন রয়েছে দেখ ঘাড় হেঁট করি।

ধূম্র।—হাঁ গো বাছা শশিমুখি ! কহ দেখি শুনি,
কি হেতু রয়েছ হেঁট করি মুখখানি ?
মোর আগমন শুনে, ভয় কি হয়েছে মনে ?
ভয় কি ? ছুঁই না আমি অবলা রমণী,
ভয়ার্ত্ত জনেরে সদা অভয় প্রদানি।
আমা বিদ্যমানে তোমা কে ছুঁইতে পারে ?
দাঁড়াইয়া আছি আমি করবার-করে।
হিমময় বিন্ধ্যাচলে, কেন বা লুকায়েছিলে ?
বিন্ধ্যগিরি সাধ্য কি যে লুকায় তোমারে ?
এ কি লুকাবার রূপ ! দেখাও সংসারে।
ভয় কি তোমার, বাছা ! এস মোর সনে,
সমাদরে লয়ে যাই তোমায় যতনে ;
দৈত্যেশ ত্রিলোকেশ্বর, হইবে তোমার বর,
রহিবে নির্ভয়ে তুমি শুম্ভের ভবনে ;
ভয়ের কি সাধ্য তোমা পরশে সেখানে ?

গৌরী।—শুনিয়ে তোমার কথা বড় হাসি পায়—
এতই কি ভয় মোর দেখিয়া তোমায় ?
দেখিতে না পারি চেয়ে, মুখ তুলে তব ভয়ে ?

কি ভয় আমার বল আছে এ ধরায়!
ভয়ের আবাস আমি, ডরি না কাহায়।
কেনই বা লুকাইব দেখিয়া তোমারে?
লুকাবার স্থান মোর আছে কি সংসারে?
যেথায় দেখিবে তুমি, সেথা বিদ্যমান আমি;
তোমার কথায় কেন ভেটিব শুম্ভেরে?
কি দায় পড়েছে মোর, কহ তা আমারে?
দেখিবে, হে বীরবর! মোর তীক্ষ্ণ শর
ত্বরায় বিন্ধিবে সেই শুম্ভের অন্তর;
তুমি যদি রণ-আশে, এসে থাক মোর পাশে,
অবিলম্বে দেহ তবে আমারে সমর,
তোমারে সংসার হতে করি হে অন্তর।

ধূম্র।—সুগ্রীব! বলে কি বামা? ভেবেছে কি মনে?
এতই সাহস মোরে সংগ্রামে আহ্বানে?
আমি দৈত্যসেনাপতি, ভয়ে কাঁপে বসুমতী,
মোর বীর্য্য কে না জানে এ বিশ্ব-ভুবনে?
এতই সাহস মোরে বধিবে পরাণে?
(গৌরীর প্রতি)—
এ দুর্ব্বুদ্ধি বল, বাছা, কে দিল তোমারে,
আমার সহিত তুমি চাহ যুঝিবারে?
আমি দৈত্য-সেনাপতি, তুমি গো কোমলা অতি,
অঙ্গুলির বল নাহি তোমার শরীরে,
খসিবে হাতের ধনুঃ এক হুহুঙ্কারে!
বীর নৈলে বীরবীর্য্য কে বুঝিতে পারে

ত্রিদিবে ত্রিদিবপতি জানে সে আমারে,
পাতালে বাসুকি জানে, ধরায় ধরণী জানে,—
নিয়ত যে প্রপীড়িত মোর পদভারে,
নারী তুমি, কি জানিবে ধূম্রলোচনেরে ?

গৌরী।—হাঁ, গো দৈত্যসেনাপতি। ভেবেছ কি মনে
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ?
মূর্খের মতন কেন, আত্মদম্ভ কর হেন ?
ক্ষমতা যদ্যপি থাকে প্রবেশহ রণে ;
মুখেতে বড়াই শুধু করে মূর্খ জনে।

ধূম্র।—অবোধ বালিকা তুমি, কি বলিব আর,—
ভাবিয়াছ যুদ্ধ বুঝি বিপিন-বিহার ?
নহিলে এমন পণ, করিবে বা কি কারণ ?
এখনও বলিতেছি ছাড় অহঙ্কার,
এখনও শুন, ধনি, বচন আমার।
আর রক্তপাত তুমি করা'ও না মোরে,
মিটিয়াছে সাধ মোর ওই কাজ করে,
লোকে যেন অবশেষে, স্ত্রীঘাতী ব'লে না ঘোষে,
চাহি না নাশিতে মোর যশঃ এ সংসারে,
চরমে রমণী-বধ করিয়া সমরে।

গৌরী।—সাধ যদি মিটিয়াছে রক্তপাত করে,
তবে কেন এলে এই রণ-সাজ প'রে ?
আজন্ম করিয়া পাপ, পাইতেছ মনস্তাপ,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার তরে,
এসেছ কি নিজ রক্ত দিতে এ সমরে ?

ভাসিবে এখনি তুমি মোর অস্ত্রাঘাতে
শালকাষ্ঠ-খণ্ড সম শোণিত-নদীতে,
দেখিবে তখন, বীর! বল তব অঙ্গুলির
আছে কি না আছে মোর লোমাগ্রভাগেতে;
সেনাপতি! বীর তুমি, বিখ্যাত জগতে।
মরিতে বাসনা যদি হয়েছে তোমার,
ধর অস্ত্র, বিলম্বেতে কিবা ফল আর?
তব প্রাণ-অর্ঘ্য আগে, দিয়া যমরাজ-আগে,
পূরাব দানব-নাশ-সংকল্প আমার,
বিনাশিয়া দৈত্যকুলে সান্ত্বিব সংসার।

ধূম্র।—কি বলিলে? এত সাধ্য? বধিবে আমারে?
কার সাধ্য বধে মোরে এই ত্রিসংসারে?
পরাভবি ইন্দ্রে রণে, জয় করি ত্রিভুবনে,
মরিতে হইবে শেষ রমণীর করে!
অবলা রমণী তুমি বধিবে আমারে?
লহ অস্ত্র, ধর ধনুঃ করেতে তুলিয়া,
আর করিব না দয়া অবলা বলিয়া,
তোমার ও দর্পচূড়া, এখনি করিব গুঁড়া,
নাগপাশ-অস্ত্রে বাঁধি যাইব চলিয়া,
শেষে এই দূত তোমা যাইবে লইয়া।

গৌরী।—(শরত্যাগ করিয়া)—
রক্ষ, সেনাপতি! তুমি রক্ষ হে এখন—
মোর হাত হতে রক্ষ নিজ সৈন্যগণ।
ত্রিদিববিজয়ী তুমি, তব ভয়ে বিশ্বভূমি

কাঁপে থরথরে, এবে কর দরশন—
অবলা নারীর ভুজে শকতি কেমন।
রোধিল রবির কর মোর শরজাল,
আর কি দেখিছ, বীর! ভাব পরকাল।

ধূম্র :—(স্বগত)—

হায়, এই গরবিণী মহাবীর্য্যবতী,
সামান্যা রমণী কভু নহে এ যুবতী,
চোখ চোখ তীক্ষ্ণ বাণে, আকুলিল সৈন্যগণে ;
ভাঙ্গিল বিকট ঠাট, হরিল শকতি,—
দানব-দুর্ভাগ্য নারী-রূপে মূর্ত্তিমতী!
অস্থির করিল মোরে বিষম সমরে,
হেন তেজ হেরি নাই অবনী মাঝারে,
যাহা হোক্, প্রাণপণে, যুঝিব বামার সনে,
কালি নাহি দিব কুলে পলাইয়া ডরে,
সমরে মরিলে যশঃ রহিবে সংসারে।

(প্রকাশ্যে)—

ধন্য অস্ত্রশিক্ষা তব, ধন্য বীরাঙ্গনা!
বাখানি সহস্র মুখে তব বীরপণা।
বিচ্ছিন্ন করিলে, ধনি, আমার এ অনীকিনী,
ভাসাইলে রক্তস্রোতে এ বিপুল সেনা,
ধন্য তব অস্ত্রশিক্ষা, ধন্য বীরপণা!
ক্ষান্ত হও, বীরাঙ্গনে! ত্যজি সৈন্যগণে
আমার সহিত আসি প্রবেশহ রণে ;
দেখিব কোমল কর, হানিবে কতই শর,

এখনি কাটিব উহা ভীম প্রহরণে,
এখনি পাঠাব তোমা শমন-সদনে।

[উভয়ের যুদ্ধ—ধূম্রলোচনের পতন—
সুগ্রীবের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

সখীসহ শুভ্রার প্রবেশ।

সখী।—শুনেছ কি, ঠাকুরাণি! তোমার হৃদয়-মণি
অন্য এক রমণীর প্রেম-ফাঁদে পড়েছে,
তোমার সতিনী এক পোড়া বিধি গড়েছে?

শুভ্রা।—ছি ছি, সখি! সে কি কথা, ও কথা বল না হেথা,
আমার হৃদয়নাথ আমার—আমার লো,
আমা বই নারী তিনি জানেন না আর লো!

সখী।—অবাক্ হইনু মেনে, তোমার ও কথা শুনে,
পুরুষে বিশ্বাস এত কর, সখি! কেমনে?
পুরুষ নূতনে বশ জান না কি, ললনে?

শুভ্রা।—পতি মোর বিশ্বজেতা দৈত্যকুলমণি,
সামান্য পুরুষ তাঁরে ভেব না, স্বজনি!

সখী।—শোন নি কি, সুবদনে! তোমার প্রমোদ-বনে
এসেছে কামিনী এক সুরূপের খনি,
উজ্জ্বল অঙ্গের জ্যোতিঃ—নবীন-যৌবনী।

শুভ্রা।—বনশোভা দরশনে, কামিনী প্রমোদ-বনে
এসেছে, আসুক; তায় তাঁহার কি কাজ?

সখী।—তাহাতেই মজেছেন দৈত্যপতি আজ।

শুভ্রা।—কে কহিল এই কথা তোমারে, ললনে?

সখী।—দূত-মুখে শুনিলাম আপন শ্রবণে।

শুভ্রা।—কোথায় বসতি তার?—কেবা সে রমণী?

সখী।—কোথায় বসতি তার জানি না, স্বজনি,
শুনিনু আবাস তার সমগ্র মেদিনী।

শুভ্রা।—সমগ্র মেদিনী? সে ত পথের রমণী!
পথে পথে ফিরে, ঘূরে সমগ্র মেদিনী,
আবাস-বিহীনা সেই সুরূপের খনি,
তাই রে আবাস তার সমগ্র মেদিনী;
তারি প্রেমে মজেছেন দৈত্য-চূড়ামণি?
ধিক্ রে কপাল ছার, হায়, কি কহিব আর,
দাসীর অযোগ্যা নারী দৈত্যেশ-মোহিনী!
হেন হীনমতি নৃপ, কখন না জানি!
ধিক্ তাঁর অহঙ্কার, ধিক্ রে ঐশ্বর্য্য তাঁর,
ধিক্ তাঁর বাহুবল, ধিক্ যশোরাশি!
চাহেন অন্যেরে, আমি থাকিতে মহিষী!

যাও, সখি! এই ক্ষণে বিন্ধ্যাচল-উপবনে,
ধরে আন সে বামারে,—দেখি সে সুন্দরী
হতে পারে কি না পারে আমার কিঙ্করী।

সখী।—গেছে সে ধূম্রলোচন আনিতে তাহারে,
খর্ব্ব করি গর্ব্ব তার ভীষণ সমরে।

শুভ্রা।—গর্ব্ব কি? কিসের গর্ব্ব সেই মহিলার?
পথের নারীর সনে রণ কি আবার?

সখী।—শোন নি কি সে রমণী, নৃপের আসক্তি শুনি,
দূতের নিকট গর্ব্বে করেছিল পণ,
বরিবে তাহারে রণে জিনিবে যে জন।
তাই ত গিয়াছে রণে সে ধূম্রলোচন।

শুভ্রা।—ধিক্ যত দৈত্যগণে, ধিক্ সে ধূম্রলোচনে,
যুঝিতে নারীর সনে করিল গমন,
দৈত্যনামে করিল রে কলঙ্ক অর্পণ!
ধিক্ রে দৈত্যের খ্যাতি, আজি দৈত্য-সেনাপতি,
গিয়াছে ধরিতে অসি রমণীর রণে,
পরাভবি ইন্দ্রে, যমে, অরুণে, বরুণে!
ধিক্ দৈত্য-যশোরাশি, ইন্দ্রাণী যাহার দাসী,
সেই দৈত্যপতি চাহে সামান্যা নারীরে!
বিষ খাওয়া(ই)য়া কেন মারে নি আমারে?
যা হোক্, লো সহচরি, যাও এবে ত্বরা করি,
জানাও গে দৈত্যনাথে বাসনা আমার,
ক্ষণেকের তরে চাই দরশন তাঁর।

সখী।—যাইতে হবে না, সতি, তোমার প্রাণের পতি

ওই আসিছেন দেখ, দেখ লো এখন—
বিষাদিত চিন্তান্বিত দুঃখেতে মগন।
দূত ওই আসিতেছে, ভূপতির পিছে পিছে,
মুখেতে নাহিক কথা, সজল নয়ন,—
হারিয়াছে রণে বুঝি সে ধূম্রলোচন!
দেখ তুই সহোদর, চণ্ড মুণ্ড ধনুর্ধর,
আসিতেছে অধোমুখে, অতি ধীরে ধীরে,
না জানি কি ঘটিয়াছে নারীর সমরে!
বিষম বিষাদে মগ্ন, দেখ সখি, চিত্ত ভগ্ন,
দানব-কুলের চূড়া—বিরস বদন;
কাজ নাই ভেটি নৃপে মোদের এখন।
চল, সখি, চল যাই দোঁহে অন্তরালে,
বলিও সকল কথা সময় পাইলে।

শুভ্রা।—রাজার বিরস মুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
অতুল ঐশ্বর্য্য, হায়, দুঃখের আবাস রে!
সুরভি কুসুমে দুষ্ট কীট করে বাস রে!
হেরিয়া বদন ওঁর, নিভিল ক্রোধাগ্নি মোর,
চল, সখি! অন্তঃপুরে করি লো গমন,
কাজ নাই ভেটি নৃপে মোদের এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

শুম্ভ, সুগ্রীব, চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

শুম্ভ।—অসম্ভব, ওরে দূত, তোর এ বচন,
পড়েছে নারীর রণে সে ধূম্রলোচন!

শরে যার জর জর অমর-নিকর,
ভয়ে যার বিকম্পিত বিশ্বচরাচর,
যে বীর করিল জয় বায়ু, ইন্দ্র, যমে,
সে বীর পড়িল আজ নারীর সংগ্রামে!
কদাপি প্রত্যয় নাহি হয় রে অন্তরে;
পরাজিত বুঝি বীর হয়েছে সমরে,
তাই বুঝি লুকায়েছে অপমানে বলী,
লজ্জায় আমায় মুখ দেখাবে না বলি!

ধূম্র।—লুকায়েছে, হায়, প্রভো! সে ধূম্রলোচন
অন্ধতম কালকূপে, হে দৈত্যরাজন্!
আর আসিবে না কভু ভেটিতে তোমারে,
আর দেখাবে না মুখ সংসারে কাহারে;
এড়াতে সংসার-জ্বালা, রাখিয়া শরীর,
চির-শান্তি-নিকেতনে গিয়াছে সে বীর।
বিবাদ করিয়া শির দেহের সহিত
পড়িয়া পৃথক্ হয়ে, প্রতপ্ত শোণিত
মধ্যস্থ হয়েছে দোঁহা মিলাবার তরে,
মিলিবার নয় যাহা নশ্বর সংসারে!

শুম্ভ।—বিশ্বজেতা নিপতিত রমণীর রণে!
শুকাল অম্বুধি-অম্বু চাঁদের কিরণে!
কহ, দূত! কহ মোরে, কেমনে তা শুনি,
খেদাইল তোমা সবে নারী একাকিনী?

সুগ্রীব।—কেমনে কহিব, প্রভো! যুঝিল কেমনে
একাকিনী সে রমণী আমাদের সনে!

যুদ্ধকালে কে পেয়েছে দেখিতে তাহারে ?
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড পানে কে চাহিতে পারে ?
বীরতেজে, রূপতেজে, যৌবনের তেজে,
তেজস্বিনী সে কামিনী গভীর গরজে,
অনর্গল শরজালে ছাইল গগন,
এই মাত্র দেখিয়াছি, হে দৈত্যরাজন্ !
তেজস্বিনী সে বামার প্রচণ্ড প্রভাবে,
পলাইল ব্যূহ ভাঙ্গি সৈন্যগণ সবে ;
আর কি কহিব, দেব ! দেখ এক বার,
কখন যা হয় নাই হয়েছে আমার,—
রমণীর বাণে রক্ত ঝরিতেছে দেহে,
ত্রিদিবপতির বজ্র প্রতিহত যাহে।

শুম্ভ।—বুঝিলাম সে রমণী শক্তির আধার ;
ভাল তার তেজ আমি দেখিব এ বার,
দেখিব কতই বল কোমল শরীরে,
কত বা অস্ত্রের শিক্ষা সে মৃণাল-করে।

চণ্ড।—সাধিতে মনের সাধ, হে দানবপতি !
যদি হয় অভিলাষ, দেহ অনুমতি
আমাদের প্রতি, মোরা গিয়া এই ক্ষণে
বামারে আনিয়া দিব তব শ্রীচরণে।

শুম্ভ।—তোমাদের(ই) কাজ ইহা, বুঝিলাম এবে,
যাও দুই ভাই মিলি সে ভীম আহবে,
সামান্যা অবলা কভু নহে সে যুবতী,
অনিবার্য্য তেজ তার বিষম শকতি ;

তোমা দোঁহে বরিলাম সেনাপতি-পদে,
সমর করিয়া জয় এস নিরাপদে।

মুণ্ড।—আমরা থাকিতে তব কি চিন্তা, রাজন্!
যে হোক সে হোক বামা, দেখিব এখন
কতই সাহস তার কোমল পরাণে!
বাণে বাণে উড়াইয়া প্রেরিব এখানে।
দেহ অনুমতি তবে, বিলম্বে কি কাজ,
পরি গিয়া দুই ভা(ই)য়ে সমরের সাজ।
বাজুক দুন্দুভি এবে ঘোর কোলাহলে,
বেরুক সে রবে যম আগে বিন্ধ্যাচলে।

শুম্ভ।—এস তবে, বীরদ্বয়! বিলম্বে কি কাজ?
দানব-কুলের মান রাখ দোঁহে আজ।

[চণ্ড ও মুণ্ডের প্রস্থান।

শুভ্রার প্রবেশ।

এস, শুভ্রে! শুনেছ কি সব সমাচার?
অবলা নারীর করে দৈত্যের সংহার!

শুভ্রা।—শুনিনু, দানবমণি! সকলি এখন,
নারীহস্তে হত আজি সে ধূম্রলোচন!
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ! এ হেন অনর্থপাত
স্বেচ্ছায় করিছ তুমি, হায়, অকারণ
একটি নারীর রূপে মজাইয়া মন।
হায়, হায়, মহারাজ! এই কি উচিত কাজ?
ত্রিদিব-বিজেতা তুমি ত্রিলোকের স্বামী,

একবার মনে ইহা ভাব না ক তুমি ?
হায়, নিজ বুদ্ধিদোষে, অপমান হলে শেষে,
আবাস-বিহীনা সেই পথের কামিনী,
উপেক্ষিছে তোমারে, হে দৈত্যচূড়ামণি ?

শুম্ভ।—কি কহিব, দৈত্যেন্দ্রাণি! কি কহিব আর,
উপযুক্ত আমি এবে তব লাঞ্ছনার।
যা হোক সে নারীগর্ব্ব, অবশ্য করিব খর্ব্ব,
কভু না লঙ্ঘন হবে প্রতিজ্ঞা আমার,
নয় এ বিপুল কুল হবে ছারখার॥

শুভ্রা।—দৈত্যপতি! এ কুমতি কেন হে তোমার ?
অকারণে কেন নাশ যশ আপনার ?
বনশোভা দরশনে, তোমার প্রমোদবনে
এসেছিল সে যুবতী রূপের আধার,
তুমি কেন তাহাতে না হইলে উদার ?
আপন গুরুত্ব তুমি ভুলিলে কিরূপে,
মত্ত হয়ে সে বামার অপরূপ রূপে ?
কেন বা ঘাঁটালে সেই কাল-সাপিনীরে,
কি ছলে কে আসিয়াছে না ভাবি অন্তরে ?
জান না কি, হে রাজন্! রিপু তব ত্রিভুবন,
পাতালে পন্নগ, দেব ত্রিদিব-মাঝারে,—
সবাই সচেষ্ট সদা তব অপকারে।

শুম্ভ।—অপকার!—কে করিবে কার অপকার ?
কিসে বা কে করিবে তা হেন সাধ্য কার ?
আমি ত্রিলোকের পতি, ভয়ে কাঁপে বসুমতী,

আমার প্রতাপে, রাজ্ঞি, কাঁপে চারি ধার!
কার সাধ্য দিবে হাত অনিষ্টে আমার?

শুভ্রা।—প্রকাশ্যে না হোক, কিন্তু সবাই গোপনে
তোমার অনিষ্ট-চেষ্টা করে প্রাণপণে।
জান না কি, অমরারি! দানবের চির-অরি
অদিতির গর্ভজাত যত দেবগণে?
ভয়ে মাত্র নত যারা তোমার চরণে!
তুমি ত্রিলোকের পতি, আমি নারী হীনমতি,
কি সাধ্য তোমারে আমি দিই উপদেশ,
আপনি ভাবিয়া মনে দেখ না, প্রাণেশ!
মনোবেগ শান্ত করে, চল, নাথ! অন্তঃপুরে,
চল, নাথ! শান্তিপ্রদ বিশ্রাম-আগারে,
কয়টি মনের কথা কহিব তোমারে।
মিনতি আমার এই তোমার চরণে,
বিলম্ব ক'র না আর এই উপবনে।

শুম্ভ।—চল, প্রিয়ে! তোমা সহ যাই হে তথায়,
অন্তরের শান্তি কিন্তু হারায়েছি, হায়!

[উভয়ের প্রস্থান।
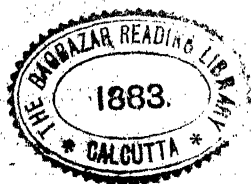
দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল।

(গৌরী উপবিষ্টা)

চণ্ড ও মুণ্ডের প্রবেশ।

মুণ্ড।—বসি বামা গিরি-হৃদে উজ্জ্বল বরণে,
কাদম্বিনী-ক্রোড়ে যেন ঝলিছে দামিনী;
ঝলিছে প্রেমের দ্যুতি রূপ-মুগ্ধ মনে,
যৌবনে রূপসী, মরি, আরো গরবিণী।
উজ্জ্বল মুকুট গিরি পরিয়াছে শিরে,
হারায়ে উষার দ্যুতি উদয়-শিখরে।

চণ্ড।—আপন মনেতে বসি, রঙ্গে বিনোদিনী
কত রঙ্গ করিতেছে—স্বভাব চঞ্চল—
বিস্তারিছে কেশপাশ, এলাইছে বেণী
নাচিছে লহরে যেন শৈবালের দল।
আবার বাঁধিছে বেণী পরম যতনে,
প্রত্যেক গ্রন্থিতে, মরি, বাঁধিছে চঞ্চলা,
বিমুগ্ধ অন্তর মম! কুণ্ডল শ্রবণে
খুলি পরি পুনঃ পুনঃ করিতেছে খেলা,
কটিত্র আঁটিছে বামা, কসিছে কাঁচলী,
ব্যস্ত ধনী বাঁধ দিতে যৌবনের স্রোতে;
সুচারু অঙ্গুলিগুলি—চম্পকের কলি—
মুক্তা-দন্তে কাটিতেছে আপন মনেতে।

চতুর্থ অঙ্ক।

মুণ্ড।—সার্থক জনম তব, ওহে বিন্ধ্যগিরি,
মহাযোগী! যোগফল পেয়েছ এখন,
কত জন্ম পুণ্যফলে, বলিতে না পারি,
হেন রূপরাশি শিরে করেছ ধারণ।
দেখ, চণ্ড! দেখ, ভাই! দেখ একবার,
বিন্ধ্যগিরি-শিখরেতে মানস-তপন!
রূপেতেজে আলোকিত হের চারি ধার,
সার্থক হইল আজি যুগল নয়ন!

চণ্ড।—দেখাতে কিছুই আর হবে না আমারে,
সকলি দেখেছি আমি, চল যাই তবে,
কাছে গিয়া ভাল ক'রে দেখি গে উহারে,
ভেটি গে বামারে এবে ভীষণ আহবে।
(নিকটস্থ হইয়া গৌরীর প্রতি)—
একাকিনী কেন, ধনি! বসিয়া বিজনে?
রূপের ভাণ্ডার বুঝি লুঠি বিধাতার
পলায়ে এসেছ তুমি লুকাতে এখানে,
বিশ্ব চরাচর, হায়, করিয়া আঁধার?
সংসারের কোন শোভা নহে মনোনীত,
তাই বুঝি হেঁটমুখে রয়েছ হেথায়?
তোল দেখি মুখ, দেখি দেখি বেলা কত?
উঠুক ভাস্কর, ধনি, ও মুখ-প্রভায়!

মুণ্ড।—কি রূপসি! রূপরাশি পর্ব্বত-শিখরে
ঢালিয়াছ কেন? ধনি! কহ না বচন;
উচ্চদেশে রেখেছ কি দেখাতে সংসারে?

লুকাইয়াছিলে তবে কহ কি কারণ?
একমনে কি ভাবিছ?—রূপ আপনার?
রূপ-সাগরের ঢেউ গণিছ কি বসি?
সুধাপাত্র হাতে করি কেন বৃথা আর?
পান কর যত পার ওই সুধারাশি।
রূপ-যৌবনের সুধা বৃথা কি শরীরে
অনাড় হইয়া, ধনি, রবে চিরকাল?
এস মোর সাথে, আমি পুলকে তোমারে
ভাসাই সুধাব্ধি-নীরে তুলি প্রেম-পাল।
চল লয়ে যাই প্রেম-আক্রীড় উদ্যানে,
খেলিবে তথায় প্রেম-পুলকিত মনে।

গৌরী।—(স্বগত)—

এ হেন তেজস্বী রূপ দেখি নে কখন,
দিতি-হৃদ-আকাশের প্রভাকরদ্বয়!
এ হেন প্রভাব বিনা কেন দেবগণ
মানিবে দৈত্যের কাছে চির-পরাজয়!

(প্রকাশ্যে)—

বীরবর! কহ মোরে লইবে কেমনে
প্রেম-আক্রীড় উদ্যানে? বনাগ্নি যে আমি,
নিমেষে পুড়িবে সব, পশিব যেখানে;
কেমনে তথায় মোরে লয়ে যাবে তুমি?
শুনিয়া থাকিবে দোঁহে আমার যে পণ;
এসে যদি থাক হেথা যুঝিবার তরে,
ধর অস্ত্র,—বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন,

ধূম্রলোচনের পথ অনুসারিবারে।
কালের হয়েছে কাল, বিলম্বে কি কাজ !
ধর ধনুর্দ্ধর দোঁহে ধনুক দোঁহার,
গণ উল্কাপাত মোর বাণপাতে আজ,
ও বীর-শরীরে ধরি রুধিরের ধার।

চণ্ড।—ভাল, রসবতি ! ভাল বলিলে এখন,
সত্য, এত অস্ত্রপাত গণিব কেমনে !
হানিতেছ বুকে শেল সদর্পে যখন,
অন্তর জর্জ্জর করি কটাক্ষের বাণে।
আবার ধরিলে ধনু ? সম্বর, সুন্দরি !
সম্বর অরির বাণ ;—এড় যত সাধ
লৌহময় বাণরাশি,—তাহে নাহি ডরি,
নয়ন-বাণেতে তব ভাবি পরমাদ !

গৌরী।—লৌহময় বাণ তবে সম্বর, দনুজ !
কালের আঘাত হতে রক্ষ আপনারে,
ধর ধর ধনুঃশর, তুল বীর-ভুজ,
নিবার যদ্যপি পার মোর তীক্ষ্ণ শরে।

(শরত্যাগ)

মুণ্ড।—মরি, বিধুমুখি ! ওই শরটি হানিতে
ছেঁড়ে নি ত নড়া ? আহা ! লাগে নি ত হাতে ?

গৌরী।—বৃথায় কথায় আর নাহি প্রয়োজন,
কার্য্যেতে প্রকাশ কর বীরত্ব আপন।

চণ্ড।—অদ্ভুত-শকতি বামা মহা-বীর্য্যবতী,
কাল-মরীচিকা সম হেরি এ যুবতী।

মুণ্ড।—কি চিন্তা তাহাতে, ভাই! দেখ দাঁড়াইয়া,
ধরি আমি ধনু, দেখ এ মরীচিকায়
কত দূর বাণ মোর যাবে তাড়াইয়া;
শেষে শোণিতের সরঃ করিব উহায়।

চণ্ড।—থাক, ভাই! তুমি, আমি যুঝি ওর সনে—
কালের কুটিল গতি কি জানি কি হয়,
কোমল মৃণাল বাঁধে প্রমত্ত বারণে,—
এ ভীমা নারীর রণে হয় না প্রত্যয়।

মুণ্ড।—কে বা পারে ফিরাইতে অদৃষ্টের গতি?
নিবারি আমায় রণে কেন তবে, ভাই!
কলঙ্কিছ বীরধর্ম্ম—হয়ে হীনমতি?
ধরিয়াছি ধনু যবে, কোন ভয় নাই।

চণ্ড।—বীর-ধর্ম্ম নহে সত্য নিবারিতে রণে,
তথাপি না বোঝে, ভাই! অবোধ হৃদয়;
যাও তবে, সাবধানে যুঝ ওর সনে,
ঘোর মায়াবিনী বামা কহিনু নিশ্চয়।

মুণ্ড।—থাম, তেজস্বিনি! বৃথা যুঝিয়া কি ফল?
থামে না যে হাত তব বাণ বরিষণে?
এস দেখি একবার, দেখি কত বল,
কতই দৃঢ়তা তব অবলা-পরাণে।
তুমি একাকিনী, এস, আমিও একাকী
যুঝি তব সাথে, দেখি ক্ষমতা কেমন,
ভাই মোর দেখিবেন রণ দূরে থাকি,
অন্য কেহ না ধরিবে কোন প্রহরণ।

গৌরী।—ধরুক সকলে অস্ত্র আজি এ সমরে,
কিম্বা তুমি একা যুঝ,—সকলি সমান,
ধরিতে হইল অস্ত্র যখন আমারে!
এস তবে, দেখি তুমি কত বীর্য্যবান্।

(উভয়ের যুদ্ধ)

চণ্ড।—(স্বগত)—
ধন্য বরাননি! ধন্য, ধন্য বীরাঙ্গনে!
ধন্য সেই লোক, যথা এ নারী নিবসে!
ধন্য সেই জন, যারে প্রেম-আলিঙ্গনে
তুষিবে এ সুহাসিনী মধুর সম্ভাষে!
আমাদের(ও) ধন্য বলি—ধন্য রে নয়ন!
হেরিনু আজি রে হেন নারী বীর্য্যবতী!
ধিক্কার মোদের পুনঃ, উদ্যত যখন
নিবাইতে মোরা এই জগতের জ্যোতিঃ।

(ভগবতীর নিরস্ত্র হইয়া অধোমুখে স্থিতি)

মুণ্ড।—একি ধনি! কথা কেন নাহিক বদনে?
আকুলনয়নে কেন চাহিতেছ, ধনি?
মৃত্যুর কি পদশব্দ পশিছে শ্রবণে?
সঘনে বহিছে শ্বাস কেন, বিনোদিনি?
এখনও কি মিটে নাই যুদ্ধের পিয়াস?
স্বেদ-সিক্ত কেন দেখি ও চন্দ্রবদন?
ভাল ভাল, মিটেছে ত সমরের আশ!
কোথা, ধনি, চারু-ভুজে ভীম প্রহরণ?

কাঁপিতেছ,—গিরি তোমা ধরিছে যতনে,
তাই কি গিরিরে অসি দি(য়া)ছ পুরস্কার ?
তূণের যে বাণ দেখি রহিয়াছে তূণে।
ধরেছ কি জয়ধ্বজ নিজে আপনার ?
যুদ্ধ কি মুখের কথা, ছেলে-খেলা, ধনি ?
একি তুমি পাইয়াছ ধূম্রলোচনেরে
হেলায় বধিবে তাই ?—ভাল, বিনোদিনি!
ভাল পণ করেছিলে গরবের ভরে!
সে গর্ব্ব কোথায়, ধনি! সে পণ কোথায় ?
চল তবে দৈত্যপতি-নিকটে এখন।
বৃথায় ভাবিলে আর কি হবে উপায়,
"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"

গৌরী।—(স্বগত)—

কি করি উপায় এই ভীষণ সমরে!
নিবারিতে নারি দৈত্য-পরাক্রম ঘোর ;
না পারিনু দেব-বাঞ্ছা বুঝি পূর্ণিবারে,
পূরিল মেদিনী বুঝি অপযশে মোর!
স্মরি এবে দেবদলে এ বিপদকালে,
একাকিনী না পারিব দানবে নাশিতে ;
সহায় আমার তাঁরা হ'ন রণস্থলে,
আর ত পারি না, হায়, শোণিতে ভাসিতে!

(সহসা অন্তর্ধান)

মুণ্ড।—কোথা গেল বামা! এই এখানে যে ছিল!
মায়াবিনী সত্য বুঝি হবে এ ভামিনী,

না হলে নিমেষমধ্যে কোথা লুকাইল—
স্বচ্ছ দিবাভাগে ?—নহে তামসী যামিনী !
কি বলিব ভূপে, যবে সুধিবেন মোরে,
"কি ফল লভিলা করি রণ-আড়ম্বর ?"
কেমনে বলিব আমি হারায়েছি তারে,
চোখে ধূলি দিয়ে বামা হয়েছে অন্তর !
হাসিবে সে দৈত্যকুল, হাসিবে মেদিনী,
হাসিবে অমরগণ এ বারতা শুনি।

(ইতস্তুতঃ অন্বেষণ)

চণ্ড।—এ কি !

সহসা পূরিল দিক্ ভীষণ আরাবে,
ভাঙ্গিতেছে বৃক্ষশাখা মড় মড় মড়ে !
সমাকুল গিরি ঘোর স্বন্ স্বন্ রবে,
সংসার পড়িছে ভাঙ্গি প্রলয়ের ঝড়ে !

দেবগণের সহিত গৌরীর পুনঃপ্রবেশ।

মুণ্ড।—এ কি ! এ কি ! দেখ, ভাই, এ কি অসম্ভব !

দেখ এবে বামা ভীমা ঘোর তেজস্বিনী !
ভ্রূকুটী-কুটিল মুখে ভয়ঙ্কর রব,
হুহুঙ্কারে কাঁপাইছে দৈত্য-অনীকিনী ;
দপ্ দপ্ দীপিতেছে ললাটিকা ভালে,
ধক্ ধক্ ধকিতেছে ক্রোধাগ্নি লোচনে,
পোড়াইছে বিশ্ব যেন ঘোর কালানলে,
তেজস্বিনী মহামায়া প্রবেশিল রণে।

প্রবেশিল বামা, ভীমা-মূরতি ধরিয়া,
পদভরে টলমল করি বিন্ধ্যাচলে,
কাঁপিল—কাঁপিল, হায়, আমার(ও) এ হিয়া
ধরেছি ইন্দ্রের বজ্র যাহে অবহেলে।
ও কে?—সঙ্গে কে ও? ইন্দ্র, বরুণ, পবন,
যম, অগ্নি আদি যত অমর-নিকর!
বুঝিলাম মায়াবিনী-রূপেতে এখন
এসেছে পার্ব্বতী আজি করিতে সমর।
ধিক্ রে নির্লজ্জ ইন্দ্র! ধিক্ দেবগণ!
এসেছ সমরে ধরি রমণী-অঞ্চল?
লজ্জা কি হল না মনে দেখাতে বদন,
সাজিতে সমর-সাজে সহ দেবদল?
এ গ্রহ কেন, হে ইন্দ্র! ভেবেছ কি চিতে?
হাতে কি ও, দেখি দেখি, আছে আছে জানি,
তোমার সে জীর্ণ বজ্র বহু দিন হতে;
ও কেন? উহা ত তুমি দেখিয়াছ হানি!
দেখ, ভাই চণ্ড! রণে এসেছে বাসব,
এসেছে অরুণ, যম, বরুণ, পবন!
ভাগ্যে এসেছিল গৌরী, তাইত এ সব
লজ্জাহীন দেবে রণে দেখিনু এখন।

চণ্ড।—দেখেছি সকলি, ভাই, কি বলিব আর!
মায়ার মায়ায় আজি পড়িয়াছি মোরা
কোমল-মূরতি দেখ বীর্য্যের আধার,
হাস্যময়ী মুখ-শোভা ভীমা ভয়ঙ্করা।

চতুর্থ অঙ্ক।

মুণ্ড।—ভীষণতা মিশিয়াছে সৌন্দর্য্যের সহ,
গর্জ্জিছে সুবর্ণরূপা কাল ভুজঙ্গিনী ;—
যা হোক তা হোক, ভাই! অনুমতি দেহ,
খর্ব্বি পার্ব্বতীর গর্ব্ব সমরে এখনি।

চণ্ড।—চল যাই যুঝি মোরা মিলি দুই জনে,
ভাই রে! সাহস মনে হয় না আমার,
পাঠাতে তোমারে একা রুদ্রাণীর রণে,
অমর তেত্রিশ কোটি সহায় যাঁহার।
উভয়ে ধরিয়া ধনু বর্ষি শরজাল ;
তিষ্ঠিতে নারিবে রণে কেহ ক্ষণকাল।

মুণ্ড।—আমার সহিত রণ হতেছে গৌরীর,
তুমি কেন তাহে হাত দিবে, দৈত্যবর?
দৈত্যকুল নহে কভু নিস্তেজ-শরীর,
এখন(ও) সমরে মুণ্ড হয় নি কাতর।
তোমার সাহায্য, বল, লব কি কারণ,
কালি দিতে সুনির্ম্মল দানবের কুলে?
কলঙ্কিলা দেবনাম শঙ্করী যেমন,
একাকী যুঝিব বলি ডাকি দেবদলে!
থাকুক বা যাক্ প্রাণ, কি চিন্তা তাহার!
দেখ আগে মোর বল, যুঝ তুমি পরে,
রণ-ক্ষেত্রে গাড়ি ওই ত্রিশূল তোমার,
নীরব হইয়া দেখ কি হয় সমরে।
এস তবে, সতি!

দেখি সমরে এখন
ভীষণ মূর্ত্তির বল কতই ভীষণ!

[যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দেবগণের প্রস্থান

পলাও, হে দেবগণ! পলাও এখন;
তোমাদের কাজ নয় করিবারে রণ।
ক্লান্ত হইয়াছ, সতি! ছাড়িনু তোমায়,
কর গে বিশ্রাম-লাভ বাসনা যথায়।

[প্রস্থান

গৌরী।—(স্বগত)—

কি আশ্চর্য্য! হেন বীর্য্য দেখি নি কখন!
অদ্ভুত শকতিবান্ হেরি দৈত্যবরে,
উগ্রচণ্ডা শক্তি মোর খর্ব্বিল এখন,
দেবগণ কে কোথায় পলাইল ডরে!
রজনী আগতা,—এবে অসুরের বল
শত গুণে বৃদ্ধি হবে; নিশার সমরে
মুণ্ডের নিধন-আশা দুরাশা কেবল;
না জানি কি হবে,—ভেবে পাই না অন্তরে।
সাহসে করিয়া ভর, যদি নিশাকালে
না ছাড়ি সমর-ক্ষেত্র, উদিলে ভাস্কর
অবশ্য পড়িবে দৈত্য দেব-শরজালে
অবিশ্রান্ত রণশ্রান্তে হইয়া কাতর।
কিন্তু যদি ছাড়ি রণ, নিশার বিরামে
নব রাগ-ভরে যথা রবি দেখা দিবে,

দেখা দিবে দৈত্য নব প্রচণ্ড বিক্রমে ;—
কি করি,—এখন তবে ডাকি সব দেবে।

(প্রকাশ্যে)—

এস, ইন্দ্র! পলা'ও না ছাড়ি রণ-ভূমি,
অমর-ঈশ্বর তুমি অমর আবার!
বৃত্রহন্তা, জম্ভভেদী, বজ্রধর তুমি,
রণ-ক্ষেত্র ছাড়া কি হে উচিত তোমার?
এস, অগ্নি সর্ব্বভুক্! প্রভঞ্জন বায়ু!
এস, পাশধারী পাশী! কৃতান্ত শমন!
ত্বরায় হইবে শেষ দানবের আয়ু,
পলাও না রণ-ক্ষেত্র ত্যজিয়া এখন।
এস সবে পুনঃ মিলি এই নিশারণে,
যত্নবান্ হই সবে দৈত্যের বিনাশে,
দেখ দৈত্য মরে কি না দেব-প্রহরণে,
প্লাবনের মুখে শিলা ভাসে কি না ভাসে!

দেবগণের পুনঃপ্রবেশ।

দেখ শশী পাণ্ডুবর্ণ লাজে ম্রিয়মাণ,
দিও না বিশ্রাম আর লভিতে দনুজে,
এখনি হইবে এই নিশা অবসান,
ধর ত্বরা ধনুর্ব্বাণ দৃঢ় করি ভুজে।
যদি ছাড় রণ-ক্ষেত্র, নিশার বিরামে
নব রাগ-ভরে যথা রবি দেখা দিবে,

দেখা দিবে দৈত্য নব প্রচণ্ড বিক্রমে;
আঁটিতে নারিবে দৈত্যে দিবার আহবে।

(সকলের মুণ্ডকে আক্রমণ)

মুণ্ড।—আবার—আবার এলে জ্বালাতে এখন,
এস তবে, পুরাইব সমরের আশ;
রণরঙ্গে বিরত কি দানব কখন,
নিদ্রায় অসির সহ করে যারা বাস?

(দেবগণের এককালীন যুদ্ধ; মুণ্ডের পতন)

মুণ্ড।—(গৌরীর প্রতি)—
হানিলে ভীষণ শেল হৃদয়ে আমার,
ভাঙ্গিলে হৃদয়, দেবি! বিষম প্রহারে,
সংসারে অতুল কীর্ত্তি রহিল তোমার,
বিনাশ করিয়া শেষে অন্যায় সমরে।

(মৃত্যু)

চণ্ড।—পড়িলে—পড়িলে, ভাই, অন্যায় সমরে!
অমর তেত্রিশ কোটি মিলি এককালে,
রুদ্রাণীসহায়ে আজি বধিল তোমারে,—
নিবাল বীরত্ব-দীপ, হায় রে, অকালে!
উঠ, ভাই! উঠে কথা কও একবার,
ভরসা আমার তুমি সংসার-সাগরে,
উঠ, ভাই! উঠে এস হৃদয়ে আমার,
ভাসিছে ও বীর-অঙ্গ রুধিরের ধারে!
মাতৃগর্ভে, মুণ্ড! তোরে দিয়াছিনু স্থান,
শুয়েছিনু দুই জনে এক মাতৃকোলে,

দুই জনে করেছিনু এক স্তন পান,
এখন ত্যজিয়া মোরে কোথা পলাইলে!
উঠ, ভাই! কাজ নাই আর এ সমরে,
ধরাসনে পড়ে কেন মুদিয়া নয়ন!
অভিমান করেছ কি আমার উপরে,
হেরিবে না মুখ মোর করেছ কি পণ!
কোথা সে মধুর হাসি ও চাঁদ-বদনে,
কেন আজি হেরি তব বদন বিরস,
কাতর কি হইয়াছ চণ্ডিকার রণে?
উঠ, ভাই! জানি তব অটুট সাহস।
হে চণ্ডিকে! আদ্যাশক্তি তুমি, গো জননি!
এই কি শক্তির কাজ করিলে এখন?
বলেছিলে যুঝিবে যে তুমি একাকিনী,
কেমনে ভুলিলে তুমি আপনার পণ?
এই কি শক্তির কাজ করিলে প্রকাশ?
অমর তেত্রিশ কোটি যুটি এককালে,
সোদরে অন্যায় রণে করিলে বিনাশ!
এই যশঃ রাখিলে গো অবনীমণ্ডলে!
কি আর বলিব আমি, শঙ্করি! তোমারে,
বুঝিলাম অতি নীচ যত দেবগণ,—
নাশিলে ভ্রাতায় মোর অন্যায় সমরে,—
নীচের সহিত আর করিব না রণ।
নির্ভয়ে বিদর হিয়া তীক্ষ্ণ শরজালে,
পাতিয়া দিলাম বুক,—বিদরিত প্রায়

করিয়াছ যাহা তুমি ভ্রাতৃ-শোক-শেলে ;
না চেষ্টিব রক্ষিবারে আর আপনায় !
হান বক্ষে শেল, দেবি ! বিলম্বে কি ফল ?
ডুবাও আমারে ত্বরা শোণিত-সাগরে,
নির্ব্বাপিত হোক মোর শোকের অনল,
আর মুখ দেখাব না সংসারে কাহারে !

গৌরী।—(স্বগত)—

কি কুকর্ম্ম করিলাম ! কেন অকারণে
ধরিলাম অস্ত্র আজি দৈত্যের সংহারে !
ফেলিলাম অন্ধকূপে বীরত্ব-রতনে !
বধিলাম দৈত্যবরে অন্যায় সমরে !
ভাঙ্গিনু সাহস-ধ্বজা ঘোর যুদ্ধ-ঝড়ে,
বিমল বীরত্বালোক নিবানু এখন !
হায়, এই ভয়ঙ্কর রণ-আড়ম্বরে
করিনু আপন নামে কলঙ্ক অর্পণ !
কাজ নাই রণে, যাই কৈলাসেতে ফিরি,
যা হয় দেবের ভাগ্যে হউক এখন,
চণ্ডের এ ভাব আর দেখিতে না পারি,
উদাস-মূরতি ঘোর নৈরাশ্যে মগন !

ইন্দ্র।—(স্বগত)—

সর্ব্বনাশ হল ! বুঝি চণ্ডের কথায়
করুণা উদিল মনে করুণাময়ীর !
দৈত্য-বিনাশের তবে কি হবে উপায়,
আমাদের অবধ্য যে যত দৈত্যবীর।

চণ্ড।—(সক্রোধে)—

কি ভাবিছ, ভগবতি! বিনত বদনে?
শ্রান্তি নিবারিছ কি গো দাঁড়ায়ে নীরবে?
ধর অসি শীঘ্রগতি,—ভেবো না ক মনে
সহজে ছাড়িব আমি তোমারে আহবে।
ভ্রাতৃ-শোকানলে দগ্ধ করিলে আমায়,
নিবারি মনের ক্ষোভ শাস্তিয়া তোমায়।

(চণ্ডের গদাঘাতে গৌরীর মূর্চ্ছা)

(গৌরী-দেহ রক্ষার্থে ইন্দ্রের বজ্রত্যাগ)

চণ্ড।—(বাম হস্তে বজ্র ধরিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া)—

ক্ষান্ত হও, ইন্দ্র! তুমি জ্বালায়ো না আর,
তোমা সহ আমি নাহি চাহি যুঝিবারে;
ভেবো না ক,—কোন ভয় নাহি চণ্ডিকার,
মূর্চ্ছিতাবস্থায় আমি স্পর্শিব না ওঁরে।
দানবের রণধর্ম্ম প্রাণাপেক্ষা প্রিয়,
না প্রহারি অস্ত্র মোরা অচেতন জনে,
অমরের মত মোরা নহি কভু হেয়,
বলি যাহা, করি তাহা মোরা প্রাণপণে।

গৌরী।—(মূর্চ্ছাভঙ্গে সবেগে উঠিয়া)—

আর করিব না দয়া, নারকী! তোমারে,
যাও রে ত্বরায় এবে শমন-আগারে।

(অসি উত্তোলন)

চণ্ড।—(গৌরীর হস্ত ধরিয়া)—

মরিতে সত্যই আমি করিয়াছি স্থির,

কিন্তু, দেবি! তা বলে কি দিব গো তোমারে
লইতে আমার প্রাণ ছিন্ন করি শির?
অপমান করিবে গো এ বীর-শরীরে?
বিদর এ বক্ষ, দেবি! তীক্ষ্ণ শেল হানি,
কিম্বা এড় অন্য অস্ত্র—অভিরুচি যাহে;—
ছাড়িলাম হাত, শেল হান, গো রুদ্রাণি!
শ্রীভ্রষ্ট করিতে কভু দিব না এ দেহে।

গৌরী।—বধিব তোমারে আমি করিয়াছি পণ,
যাহে অভিরুচি, তুমি মর তবে তাহে,
আসন্ন-কালের বাঞ্ছা পূরাও এখন,
যাও তবে, বীরবর! চিরশান্তি-গৃহে।

(ভগবতীর শেল-প্রহার; চণ্ডের পতন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দৈত্য-সভা।

(শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ ও এক পার্শ্বে সুগ্রীব আসীন)

শুম্ভ।—শঙ্করীর এত ছল! ক্রোধে পুড়ে দেহ!
বীরধর্ম্মে কালি তিনি দিলেন কেমনে?
ঘুচিল এখন মোর সকল সন্দেহ,
না হলে কি পড়ে ধূম্র, চণ্ড, মুণ্ড রণে!
শঙ্করীর এত ছল! ধিক্ শঙ্করীরে!
চাহি না শুনিতে আর ও রণ-বারতা,
এখনি চণ্ডীর দম্ভ খণ্ডিব সমরে,
রোষেন রুষুন হর দৈত্যকুল-ত্রাতা।
শঙ্করীর এত ছল! এত কুটিলতা!
শৈবদলে বিনাশিতে এত সাধ তাঁর!
ছিঁড়িলেন নিজে তিনি তাঁর স্নেহলতা,
ইষ্টদেব-পত্নী বলে ক্ষমিব না আর।
শঙ্করীর এত ছল! লয়ে দেবগণে
এসেছেন দেখাইতে দানবনিকরে
দানব-দলন-শক্তি? চল যাই রণে,
ভাসাই গে রক্তস্রোতে দেবী চণ্ডিকারে!

শঙ্করীর এত ছল! অন্যায় সমরে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈত্যগণে করিয়া বিনাশ,
বেড়েছে এতই তাঁর সাহস অন্তরে!
নাহি কি অমর-প্রাণে আর সেই ত্রাস!
শঙ্করীর এত ছল! সহে না ক আর!
সাজা রে বিমান ত্বরা,—যাইব সমরে,
বিচ্ছিন্নিব রণ-ঝড়ে বীরত্ব উমার,
ডুবাব অমরে পুনঃ ত্রাসের সাগরে।
শঙ্করীর এত ছল! যাইব আপনি,
আপনি যাইব রণে দণ্ডিতে গৌরীরে,
দেখিব কতই বল ধরেন রুদ্রাণী,
সাজ, হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, পশিতে সমরে।

নিশুম্ভ।—শূরেশ! অগ্রজ তুমি, বসি সিংহাসনে
আজ্ঞা দিবে প্রিয়ানুজে সাধ সাধিবারে,
বিরাম লভিবে সদা আমা বিদ্যমানে;—
আমরা থাকিতে তুমি যাইবে সমরে?
আজ্ঞা দেহ, দৈত্যনাথ! ধরি করবার—
দেবগর্ব্বখর্ব্বকারী, তীক্ষ্ণতর শরে
কাটি বিন্ধ্যাচলে, মায়া ঘুচাই মায়ার,
ডুবাই অমর-আশা ত্রাসের সাগরে।
এখন(ও) নিশুম্ভ-দেহে রয়েছে জীবন,
এখন(ও) নিশুম্ভ-বীর্য্য আছে সমতেজে,
এখন(ও) নিশুম্ভ-বাহু হয় নি ছেদন,
এখন(ও) ধরিতে পারি প্রহরণ ভুজে।

তোমার দক্ষিণ বাহু—আমি বিদ্যমান,
বিপদ-সাগরে তব সহায় ভরসা,
কে আছে জগতে, ভাই! সোদর-সমান
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, নিরাশায় আশা?

শুম্ভ।—সুধাধার বরষিলে শ্রবণযুগলে,
জানি, রে নিশুম্ভ! তুই আমার ভরসা,
সোদর-সমান কেবা আছে ভূমণ্ডলে,
সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, নিরাশায় আশা!
কিন্তু, ভাই! মন বাঁধা স্নেহের নিগড়ে,
চাহে না অবোধ মন পাঠাতে তোমারে
ভয়ঙ্কর সেই কাল-প্রলয়ের ঝড়ে—
বিশ্বমাতা চণ্ডী যথা নায়িকা সমরে।

নিশুম্ভ।—চণ্ডিকা সমরে, তাহে দৈত্যের কি ডর?
শত চণ্ডী সমবেত হোক্ রণস্থলে,
সহস্র তেত্রিশ কোটি আসুক অমর,
তথাপি করিব জয় রণ অবহেলে।
রণচণ্ডী চণ্ড-মুণ্ডে অন্যায় সমরে
করেছে বিনাশ লয়ে অগণিত দেবে;
শাস্তিব এখনি পাপ অমরনিকরে,
খণ্ডিব চণ্ডীর দম্ভ প্রচণ্ড আহবে।

রক্ত।—রক্তবীজ উপস্থিত, আজ্ঞা দেহ তারে
রক্তবীজ বপিবারে সেই রণভূমে;
মাথার আঘাত সদা হস্ত রক্ষা করে,—
আমরা থাকিতে, দেব! আপনি সংগ্রামে—

দানবকুলের শিরঃ ? হবে কি ভাঙ্গিতে,
চণ্ডিকার রণতৃষ্ণা স্বেদে আপনার ?
ত্রিলোক-বিজেতা তুমি রমণী-রঙ্গেতে ?
হাসিবে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য, হাসিবে সংসার !

নিশুম্ভ।—আজ্ঞা দেহ, দৈত্যনাথ ! লয়ে রক্তবীজে,
ভাসাই গে রক্তস্রোতে অমর-নিকরে ;
আজ্ঞা দেহ সাজি দোঁহে সমরের সাজে,
যাই পার্ব্বতীর গর্ব্ব খর্ব্বিতে সমরে।

শুম্ভ।—দেখ, ভাই ! মায়াজাল পাতি মহামায়া
নাশিতে উদ্যত আজি দানবনিকরে,
শৈবকুল-বিনাশিনী হল শিবজায়া !
ক্ষোভ, রোষ, অভিমান ধরে না অন্তরে !
দেখিব চরম তবু, কিসে কিবা হয়,
দেখিব অমরগণে, দেখিব গৌরীরে,
সাহস-পতাকা দৈত্য ভীরু কভু নয়,
আনন্দে সমরে প্রাণ বিসর্জ্জিতে পারে।
তোমাদের কথামতে দমিনু এখন
দুর্দ্দম সমরলিপ্সা,—ক্রোধের উচ্ছ্বাস ;
কর, রক্তবীজ ! তবে সমরে গমন,
নিশুম্ভের সহ কর গৌরী-গর্ব্ব নাশ।
রাখ দৈত্যকুলমান এ ঘোর বিপদে,
তোমা দোঁহে বরিলাম সেনাপতিপদে।

রক্ত।—বৃথা গর্ব্ব করি রণে যাব না, রাজন্ !
কার্য্যেতে প্রকাশ হবে বীরত্ব যেমন।

শুম্ভ।—যাও তবে, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—রণক্ষেত্র।

(গৌরী ও দেবগণ)

গৌরী।—দেখ, ইন্দ্র ! দেখ দেখ আসিছে সমরে
পুনঃ দুই মহাদৈত্য বীরত্ব-আধার ;
আসিছে সৈনিককুল কাতারে কাতারে,
চলিয়া আসিছে যেন বিপুল সংসার।
অগ্রভাগে রক্তবীজ রক্তিম-বরণ,
ভীম করবার ভুজে, ভয়ঙ্কর-বেশ,
বীরত্ব-বিস্ফীত বক্ষ, গর্ব্বিত-লোচন,
ব্যূহমধ্যে শুম্ভানুজ নিশুম্ভ শূরেশ।
ভয়ঙ্কর ভাবে দৈত্য পশিতেছে রণে ;
রক্তমূর্ত্তি রক্তবীজ, বীরেশ নিশুম্ভ,
বিপুল ব্যূহের মাঝে উন্নত দুজনে,—
সাগরের মাঝে যেন যুগ্ম জলস্তম্ভ।
সাবধানে ধর বজ্র, ওহে বজ্রধর !
সাবধানে ধর অস্ত্র, হে অমরগণ !

করিবে বিষম দৈত্য ভীষণ সমর,
দৃঢ় করি ধর নিজ নিজ প্রহরণ।

ইন্দ্র।—বাষ্পের প্রভাবে যথা উঠে ব্যোমযান
উন্নত আকাশে ; মাতঃ! তোমার প্রভাবে
পাইব আমরা পুনঃ সে সুখের স্থান—
অমর-নিবাস, নাশি দুরন্ত দানবে।
অটল হইয়া আজি যুঝিব, জননি!
আর কি হারাই দিক এ রণসাগরে ?
কাণ্ডারী যখন তুমি, শঙ্করি! আপনি,
কেন না করিব রঙ্গ আজি এ সমরে ?

গৌরী।—ইন্দ্র! দেবরাজমত এই কথা বটে!
অমর যেমন মোরা, যদ্যপি অটল
হই রণে, তবে বল, মোদের কে আঁটে ?
ধর তবে অস্ত্র, আর বিলম্বে কি ফল ?

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্ত।—আক্রম, হে সৈন্যগণ! দেবসৈন্যগণে,
সৈন্যে সৈন্যে ঘোর রণ বাজুক এখন,
সদেবে বামারে আমি আক্রমি এখানে,
অমরের আশা আজি করি উৎপাটন!
এস, দুর্গে! বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন,
শিবানি! যুঝহ এবে সহ শৈবদল,
আদ্যাশক্তি! শক্তি তব দেখাও এখন,
মঙ্গলে! চিন্তহ এবে আপন মঙ্গল।

রাজানুজ সহ ইন্দ্র পশুন সমরে,
একা একা যুঝি এস তোমায় আমায়,
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, জগদম্বে! আহ্বানি তোমারে;
রণধর্ম্ম রেখো, আর কি কব তোমায়।

গৌরী।—মৃত্যু ডাকিতেছে তোমা শমনের পাশে,
যাও ত্বরা তথা তবে চিরশান্তি-আশে।

(উভয়ের যুদ্ধ; গৌরীর পুনঃ পুনঃ আঘাতে রক্তবীজের শত শত রক্তবীজের বল ধারণ)

(গৌরী পরাস্ত)

রক্ত।—আদ্যাশক্তি! কাঁপিতেছ কেন থরথরে?
এই কি শক্তির কাজ রাখিলে সংসারে?
নিবার সমরশ্রান্তি ক্ষণকাল-তরে,
না প্রহারি অস্ত্র মোরা নিরস্ত্র শরীরে।

[প্রস্থান।

গৌরী।—এ কি অসম্ভব আজ করি দরশন!
বিন্দুমাত্র রক্তপাত হইতে বীরের,
শত-রক্তবীজ-বল করিছে ধারণ,
আশ্চর্য্য বিক্রম হেরি এই অসুরের!
উগ্রচণ্ডা শক্তি মোর ব্যর্থ হল আজ,
হায়, পড়িলাম এবে বিষম সঙ্কটে!
কোথা গেল দেবদল সহ দেবরাজ,
সুমন্ত্রণা লই এবে কাহার নিকটে?

কোথা, পদ্মে ! প্রিয়সখি ! এস একবার,
সুমন্ত্রণা উপদেশ দেহ আসি এবে,
কেমনে দুর্দ্দম দৈত্যে করিব সংহার,
অস্থির হয়েছি, সখি ! দৈত্যের প্রভাবে ।

দেবগণের প্রবেশ ।

বল, ওহে সমবেত অমর সকল !
কেমনে অসুরকুল হইবে বিনাশ ?
কেমনে নিবিবে ঘোর রৌরব অনল ?
হায়, বুঝি না পারিনু পূরাইতে আশ !
শোণিতাক্ত দেহ মোর দেখ, দেবরাজ !
পরাস্ত হয়েছি, হায় ! অসুর-প্রভাবে,
প্রখরা শকতি মোর ব্যর্থ হলো আজ,
কি আর বলিব আমি, দেখেছ ত সবে !

ইন্দ্র ।—অদ্ভূত-বিক্রম দৈত্য, অজেয় সমরে,
দেখেছি সকলি, মাতঃ, কি বলিব আর !
কেমন তেজস্বি-রক্ত বহে তার শিরে,
বলিতে না পারি ;—বিন্দুমাত্র পাতে তার
শত-রক্তবীজ-বল ধরে বার বার !
না জানি সমরে, মাতঃ, কি হয় এ বার !

পদ্মার প্রবেশ ।

পদ্মা ।—কেন এ দুর্গতি, দুর্গে ? আহা, মরি মরি,
জরজর কোমলাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে !
এ মন্ত্রণা কে তোমারে দিল, গো শঙ্করি ?

এসেছ মৃণালদণ্ডে পাষাণ ভাঙ্গিতে ?
পরিহর কমনীয় মোহিনী মূরতি,
প্রলয়-সংহার-মূর্ত্তি করহ ধারণ,
লৌহ-ধারে লৌহ এবে কাট, ভগবতি !
সূচীবেধে মরে কি গো প্রমত্ত বারণ ?
ভূমে যাহে রক্তবিন্দু না পড়ে উহার,
এ হেন উপায় কোন কর, হৈমবতি !
রক্তবীজ-রক্ত-সহ এই বসুধার
বিশেষ সম্বন্ধ আছে, জান না কি, সতি ?
সর্ব্বভুকে রসনাগ্রে রাখ, গো রুদ্রাণি !
বিন্দুমাত্র দৈত্য-রক্ত না পড়িতে ভূমে
নিজগুণে অগ্নিদেব ভক্ষুণ অমনি,—
এই মাত্র সদুপায় এ সমরে, উমে !
ধর, দেবি ! কালীমূর্ত্তি ঘোরা ভয়ঙ্করা,
কালিমায় ঢাক ওই সুচারু বরণ,
শত গুণে এ মূরতি কর গো প্রখরা,
স্থূল-ধারে কর, সাধ্বি ! পাষাণ ছেদন।
ডাক-যক্ষ, রক্ষ, মাতৃ, পিশাচের দলে,
ধরায় দানব-রক্ত না হতে পতিত,
শূন্যে শূন্যে থাকি পান করুক সকলে
রক্তবীজ দানবের প্রতপ্ত শোণিত।
ইহা ভিন্ন রক্তবীজ হবে না বিনাশ,
অন্যথা—ছাড়হ এই সমরের আশ।

(পদ্মার অন্তর্ধান)

গৌরী।—ডাক তবে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচের দলে,
সংহার-মূরতি আমি ধরি রণস্থলে।

[দেবগণ ও গৌরীর প্রস্থান

(অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত)

রক্তবীজের প্রবেশ।

রক্ত।—ঘোরতর ঘনঘটা গগনমণ্ডলে,
উন্মত্ত-দামিনী-নৃত্য ঘনরাশি-কোলে!
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে, বিশ্ব বুঝি যায় উড়ে,
থড় থড় ঘোর নাদে, ঘোর নিশাকালে,
গর্জ্জিতেছে অষ্ট বজ্র মিলি এককালে!
গর্জ্জিতেছে প্রভঞ্জন ভীম বেগে রুষি,
উড়াইছে রণস্থলে রণরক্তরাশি;
রক্তে ডুবাইতে সৃষ্টি, করিছেন রক্তবৃষ্টি,
ত্রিলোক-সংহার-কর্ত্তা কৈলাসেতে বসি;—
ভয়ঙ্কর-বেশে দেখা দিল এ তামসী।
(নেপথ্যাভিমুখে)—
এ কি, এ কি!—
ভয়ঙ্করা কালী এ যে রণে দিল হানা,
লট্ট পট্ট কেশজাল করালবদনা,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কারে, কাঁপাইছে চরাচরে,
ভীম-ভুজে ভীম-অস্ত্রে বাজিছে ঝঞ্চনা,
প্রলয়-সংহার-মূর্ত্তি বিঘোর-বরণা!

ভ্রূকুটি-বিভঙ্গ মুখে অট্ট অট্ট হাস,
বিশ্বনাশী কালানল লোচনে প্রকাশ,
লোল-জিহ্বা লক্ লক্, ভালে অগ্নি ধক্ ধক্,
কড়মড় ভয়ঙ্কর বিকট দশন,
দৈত্য-নাড়ী-গাঁথা-অস্থি ভীষণ ভূষণ;
শব-মুণ্ড-মালা গলে, বিশ্ব-বিনাশিনী,
ভীমা ভীম-প্রিয়া ভীম ভীষণ-ভাষিণী!
ভৈরব পিশাচদলে, যুটিতেছে পালে পালে,
সঙ্গিনী—যোগিনী মাতৃ বিকট-হাসিনী,
ছিন্ন ভিন্ন দৈত্য-দল-মুণ্ড-বিলাসিনী।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত,
পুলকে করিছে পান প্রেত অগণিত,
পদভরে টলমল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
স্কন্ধদ্বয়ে রক্ত-স্রোত বেগে প্রবাহিত,
অকাল-প্রলয়-মূর্ত্তি আজি উপনীত!
দেব-রণ-বাদ্য বাজে ভয়ঙ্কর রবে,
ভয়ঙ্করা মহাকালী পশিলা আহবে,
নির্ভয়ে দিব এ প্রাণ, কালী-পদে বলিদান,
পলায়ে কলঙ্ক কভু রাখিব না ভবে,
পলাইলে দৈত্যনাথ রুদ্রেশ রুষিবে।

সঙ্গিনীদল সহ কালিকার প্রবেশ।

এস, গো রুদ্রাণি! শিবে! প্রবেশ সমরে,
আদ্যাশক্তি! শক্তি এবে দেখাও আমারে,

নিখিল-প্রলয়ঙ্করী, সংহার-মূরতি ধরি,
এসেছ, শিবানি! আজি বধিতে শৈবেরে,
দেখি, দুর্গে! বাঁচি কিম্বা মরি তব করে!
গৌরী।—কালপূর্ণ দৈত্য! তোর বিলম্বে কি কাজ?
শেষ অসি ধরেছিস্ করে তুই আজ।

(যুদ্ধ; রক্তবীজের পতন; রক্তবীজের ছিন্নমুণ্ড লইয়া কালিকার রক্তপান; পিশাচদলের রক্তবীজের দেহস্থ রক্ত সমুদায় পান)

নিশুম্ভের প্রবেশ।

নিশু।—এ কি, দুর্গে! এ কি বেশ! চিনিতে না পারি,
প্রলয়-সংহার-মূর্ত্তি ধরেছ, শঙ্করি!
বরণ কালিমাময়, লোহিত লোচনত্রয়,
দৈত্য-মুণ্ড-মালা গলে, দৈত্য চর্ম্মাম্বরি,
নাশিয়াছ রক্তবীজে তুমি, রুদ্রেশ্বরি!
দানবকুলের আশা নাহি দেখি আর,
দুর্গাকরে দৈত্যকুল হল ছারখার,
বিনাশিতে শৈবদলে, শিবানী সমরস্থলে!
ভীম ভুজে খড়্গ, দৈত্যে করিতে সংহার,
বুঝিলাম দৈত্য-শূন্য হবে এ সংসার!
গৌরী।—দৈত্যকুল নির্ম্মূলিতে সঙ্কল্প আমার,
অচিরেই দৈত্যকুল করিব সংহার!

নিশু।—তথাপি গো প্রাণপণে, যুঝিব তোমার সনে,
দেখি উগ্রচণ্ডা শক্তি কালিকা তোমার!
এস, দুর্গে! বিলম্বেতে কিবা ফল আর?

(যুদ্ধ; দেবগণের প্রবেশ; সকলের এককালীন অস্ত্রাঘাতে নিশুম্ভের পতন ও মৃত্যু)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শুম্ভের অন্তঃপুরস্থ দেবালয়।

(মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখ)

শান্তা ও শুভ্রার প্রবেশ।

শান্তা।—অকস্মাৎ কেন মনে জ্বলিল আগুন ?
দেখিতে দেখিতে, হায়, হইছে দ্বিগুণ !
অকস্মাৎ কেন, দিদি ! পরাণ উঠিল কাঁদি ?
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটিল এখন !
আপনি হতেছে মন দুঃখেতে মগন !
না বলিয়া হৃদয়েশ গেলেন সমরে,
অকূল পাথারে, হায়, ফেলি অভাগীরে,
প্রেমচিহ্ন হৃদে রাখি, হৃদ্‌-পিঞ্জরের পাখী
উড়িয়া গিয়াছে, হায়, হৃদে শেল হানি !
আর কি পাইব, আমি সুখের যামিনী ?

শুভ্রা।—শান্ত হও, শান্তা ! তুমি হয়ো না ব্যাকুল,
হেন হীনভাগ্য কভু নহে দৈত্যকুল।
ব'স তুমি মোর পাশে, পূজি আমি ব্যোমকেশে,
এ দুর্গমে দুর্গাপতি করিবেন দয়া,
নাহি জানি কেন এত বাম মহামায়া !

শান্তা।—সারা নিশি নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
দেখেছি কুস্বপ্ন কত কি কহিব আর!
দেখিয়াছি রণরঙ্গে, চৌষট্টি যোগিনী-সঙ্গে
কাল-প্রলয়ের বেশ শিবানী উমার,
নাশিছেন দৈত্যদলে করি মহামার!
কালানলবর্ষী ঘোর ঘূর্ণিত-লোচন,
হানিছেন তীক্ষ্ণ বাণ ধরি শরাসন,
ঘোর ভয়ঙ্কর দৃশ্য, শোণিত-সাগরে বিশ্ব
ডুবাইতেছেন ভীমা ক্রোধের উত্তেজে;
অসি'ঘাতে নাশিলেন দেবী রক্তবীজে।
ঘোর-ঘূর্ণ-বায়ু-সম ঘুরি রণস্থলে,
মহামারে নাশিছেন দৈত্যদল বলে,
করে দৈত্যমুণ্ড ঝোলে, দৈত্যমুণ্ডমালা গলে,
বিকীর্ণ মূর্দ্ধজ-জাল, চরণ চঞ্চল;—
না জানি নাথের কিবা হল অমঙ্গল!

শুভ্রা।—ব্যাকুলা হয়ো না, শান্তা! শান্ত কর মন,
কপালে যা আছে, তাহা কে করে খণ্ডন!
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, অবশ্য ঘটিবে তাহা,
দৃঢ় হও, হয়ো না ক বিষাদে মগন,
যা আছে দুর্গার মনে ঘটিবে এখন!

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি)

শান্তা।—অকস্মাৎ কেন এই দুন্দুভি বাজিল!
আবার কে বল, দিদি, সমরে সাজিল?

দূরে কোলাহল ঘোর,—ভেঙ্গেছে কপাল মোর!
হায়, দিদি, সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার!

শুভ্রা।—কাল-রণে বুঝি সব হলো ছারখার!

ব্যস্তভাবে শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ।—(মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তির প্রতি করযোড়ে)—
দৈত্যনাথ! বিশ্বম্ভর! পিনাকী! ত্রিশূলী!
ভোলানাথ! থেক না ক এ কিঙ্করে ভুলি।
(শুভ্রার প্রতি)—
চলিনু দেখিতে রণে দুর্গার শোণিত,
এই বুঝি শেষ দেখা তোমার সহিত!

শুভ্রা।—কেন, নাথ! তুমি কেন যাইছ আবার,
সমরে ত গিয়াছেন দেবর আমার?

শুম্ভ।—দেবর তোমার আর নাহি ভূমণ্ডলে,
প্রাণ ত্যজিয়াছে বীর কালিকার শেলে!

শান্তা।—ওগো মা!—কি হল! এই ছিল কি কপালে!
(পতন ও

শুম্ভ।—ধন্য সাধ্বি! ভাগ্যবতী তুমি এ সংসারে—
যদি প্রাণ সঁপে থাক শমনের করে।

শুভ্রা।—(শান্তার নিকটস্থ হইয়া)—
নাথ!
তাহাই হয়েছে, দেখ নিস্পন্দ শরীর,
চঞ্চল নয়ন দুটি নিমীলিত—স্থির!
পতির বিয়োগ-শোকে, আঘাত কোমল বুকে

লাগিল বিষম, প্রাণ ত্যজিল ভগিনী—
এড়াইল সব জ্বালা পতি-সোহাগিনী!

শুম্ভ।—বুঝিলাম ভ্রাতৃজায়া বড় ভাগ্যবতী,
বড় দয়া ধূর্জ্জটীর শান্তা সতীপ্রতি।
যা হোক, আদেশ এবে কর প্রহরীরে,
রাখিতে শান্তার দেহ ক্ষণকাল তরে;—
রয়েছে ভ্রাতার দেহ সমর-প্রাঙ্গনে,
ভ্রাতৃজায়া-দেহ এবে থাকুক এখানে;
বলি দিব প্রাণ আমি কালিকার শূলে,
শান্তার, তোমার দেহ যাবে রণস্থলে,—
চারি দেহ দগ্ধ হবে এক চিতানলে!

পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।

লয়ে যাও শান্তা-দেহ শান্তার মন্দিরে,
যাও, রাখ গিয়ে ইহা ক্ষণেকের তরে।

[শান্তার দেহ লইয়া পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান।

শুভ্রা।—কি করিলে, কি করিলে, হৃদয়-ঈশ্বর!
সর্ব্বনাশ হল,—ছাড় ছাড় এ সমর!
দৈত্যকুল হল ধ্বংশ, ছারখার দৈত্যবংশ,
ছাড় এ সমরলিপ্সা—কাজ নাই আর,
রুদ্রাণী উদ্যতা আজি নিধনে তোমার!
চল যাই ধরি গিয়ে মায়ের চরণ,
অভয়-চরণে চল লই গে শরণ,
গুরুপত্নী গৌরীসনে, যেও না—যেও না রণে,

রুষিবেন ত্রিপুরারি দেব ত্রিলোচন ;—
চল দুই জনে যাই কালিকা-সদন।

শুম্ভ।—হায়, দৈত্যকুলেন্দ্রাণি! এই কি উচিত বাণী
তোমার এখন? হায়, গিয়াছে সকলি,—
হারায়েছি ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বান্ধব-মণ্ডলী!
জীয়ে রব দগ্ধ হতে, চিরশোক-অনলেতে?
শুষ্ক-বৃক্ষপত্র-সম থাকিব কি পড়ি,—
সংসার-বৃক্ষের তলে যাব গড়াগড়ি?
হাসিবে যে দেবরাজ, ত্রিসংসার দিবে লাজ,—
কখন না, কখন না—কখন না হবে,
দেখিব, দেখিব আজি কি হয় আহবে।
শিবানীর রণে প্রাণ যাইবে আমার,
ঘুষিবে আমার যশঃ এই ত্রিসংসার।—
দয়াময়! দৈত্যনাথ! স্মরিয়া তোমার
চলিলাম চামুণ্ডারে ভেটিতে সমরে।

[প্রস্থান

(বারিপূর্ণ ঘট লইয়া শুভ্রার শিব-সন্নিধানে স্থাপন; শুভ্রার হস্তচ্যুত হইয়া ঘট পতিত ও ভঙ্গ হওন)

শুভ্রা।—(কাতরা হইয়া)—
কেন না নিলেন পূজা আজি ত্রিলোচন?
ঘোর অমঙ্গল আজি করি দরশন!
ভাঙ্গিল মঙ্গল-ঘট, ভাঙ্গিল হৃদয়-ঘট,
দানবকুলের ভাল না দেখি এখন,
পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে নানা অলক্ষণ!

হে দেব ত্রিপুর-অরি! শিব! সতী-পতি।
কেন এত অবহেলা দৈত্যকুল-প্রতি?
কৃপাময় কৃপাধার! কেন কৈলে ছারখার
তোমার রক্ষিত যত দিতির সন্ততি?
তোমা বিনা নাহি যে গো দৈত্যদের গতি।
উঠেছিল মহোন্নতি-মার্গে দৈত্যকুল,
দিয়াছিলে দৈত্যকুলে ঐশ্বর্য্য অতুল,
এবে তব কৃপা-সরঃ, শুকায়েছে, বিশ্বম্ভর!
মীনসম দুঃখ-পঙ্কে পেতেছি যাতনা,
দলিছেন পদতলে দেবী ত্রিনয়না!
আশার অর্ণবযান, ভেঙ্গে হলো খান খান,
প্রলয়-সমর-ঝড়ে হেলায় তোমার,
ডুবিনু অতল জলে সকলে এ বার!
দানবনিকরে রক্ষ, দানব-রক্ষণ!
ডুবাও না, দয়াময়! এই নিবেদন।

(নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান)

(সচকিতে)—
এ কি! এ কি!—
এ কি ভয়ঙ্কর আজ করি দরশন,
নাহি আশুতোষ-মূর্ত্তি হরের এখন!
লট্ট পট্ট জটাজাল, গরজে ফণিনী কাল,
ত্রিফল ত্রিশূল করে আকার ভীষণ,
ক্রোধাগ্নি জ্বলিছে ভালে বিশ্ববিনাশন!

প্রভাতের চন্দ্র যথা বিবর্ণ বরণ—
তারাদল-হারা ;—বিরহিত সঙ্গিজন,
জীবিত-ঈশ্বর মোর, মরি সমরেতে ঘোর,
ভগ্নচিত্ত, হায়, এবে হতাশ-নয়ন !—
কি করিলে, কি করিলে, দেব ত্রিলোচন !
এতই তোমার ছল ! এই কি ভক্তির ফল
ফলিল এখন ? আর সহে না অন্তরে,
যাই রণে, দেখি গিয়ে হৃদয়-ঈশ্বরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল।

শুম্ভের প্রবেশ।

শুম্ভ।—ভগ্ন যথা তুঙ্গ শৃঙ্গ প্রলয়ের ঝড়ে,
পতিত ধূম্রলোচন মুদিত লোচনে ;
চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই পড়িয়া অসাড়ে,
বিদূরিছে রণশ্রান্তি যেন ধরাসনে ;
নিপতিত রক্তবীজ রক্ত-শূন্য কায়,
ধরণী কাঁপিত সদা যার পদভরে,
বাহু বিস্তারিয়া এবে সেই বীর, হায়,
আশ্রয় ধরার কাছে মাগিছে কাতরে !

নিপতিত ধরাপৃষ্ঠে প্রাণের সোদর,
শতধা বিক্ষত বক্ষ ভাসিছে শোণিতে,
(হিমাচল-অঙ্গে যেন শোণিত-নির্ঝর)
দেখিছে আমারে যেন স্থির-নয়নেতে!
কি কাজ সংসারে আর কি কাজ জীবনে!
ত্রিলোকের আধিপত্যে কি সুখ(ই) বা আর!
হারাইয়া ভ্রাতা, জ্ঞাতি, আত্মীয়, স্বজনে,
একাকী কি সন্তরিব শোক-পারাবার?
সুখের সাগর মোর শুকায়েছে, মরি!
প্রমোদ-উদ্যান ত্যজি' কে করিতে চাহে
মরুভূমে বাস? আর সহিতে না পারি
বিষম যন্ত্রণা বন্ধু-বান্ধব-বিরহে!
লই আগে প্রতিশোধ শাস্তিয়া গৌরীরে,
দিই আগে রসাতল ত্রিদিব-প্রদেশ,
ছিটাই কালীর কালি আগে এ সংসারে,
অবশেষে করিব এ যন্ত্রণার শেষ;—
ওই আসিতেছে কালী ভয়ঙ্কর বেশে,
দেখি আজ এ সমরে কে কারে বিনাশে!

শুম্ভের প্রস্থান; নেপথ্যে যুদ্ধ; গৌরীর কেশ ধারণ করিয়া পুনঃপ্রবেশ।

শুম্ভ।—রক্ষ, আদ্যাশক্তি! এবে রক্ষ আপনারে;
কেশ ধরে শূন্যমার্গে ঘুরাব তোমারে।

গৌরী।—কোথা, ওহে মহাযোগী—গৌরীপতি—হর!

যোগ ভঙ্গ করি ক্ষণ হের এ দাসীরে,
বিষম সমরে, নাথ! হয়েছি কাতর,
যায় বুঝি প্রাণ দুষ্ট দানবের করে!
এ দাসীরে দেহ বল, দেব ত্রিপুরারি!
পতির বলেতে বলী অবলা সতত,
এ হেন লাঞ্ছনা আর সহিতে না পারি
কেশে ধরে দৈত্য মোরে ঘূরাতে উদ্যত!

(শূন্যে মহাদেব)

মহা।—অরে রে বর্ব্বর শুম্ভ! দুষ্ট দৈত্যাধম!
হরের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি?
শঙ্করের অনুগ্রহে কৈলি অপমান?
ত্রিদিবের আধিপত্য—স্বর্গ সিংহাসন—
অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি লভিয়া দুর্ম্মতি
তৃপ্ত নহ তাহে? মত্ত হয়ে অহঙ্কারে,
অবশেষে সতী-কেশ করিলি ধারণ?
আমার বলেতে বলী,—অবহেলি তাহা,
সতী-অপমানে আজ হইলি প্রবৃত্ত?
অহঙ্কার আজি তোর চূর্ণিব, কুমতি!—
হরিলাম আমি তোর সকল শকতি।

(মহাদেবের অন্তর্ধান)

শুম্ভ।—(সতীর কেশ ত্যাগ করিয়া)—
বুঝিলাম—বুঝিলাম, হায় রে এখন,
আর রক্ষা নাহি মোর—বুঝিনু নিশ্চয়!

বাম আজি অভাগায় দেব ত্রিলোচন,—
না পারি তুলিতে আর নিজ ভুজদ্বয়!
বুঝিনু সংসার, হায়, বৃথা মায়াময়,
বেষ্টিত সকলে ভবে ঘোর মায়াজালে,
চিরোন্নতি অনিবার কেহ নাহি পায়,
স্বল্প দিন তরে সব এ ভবমণ্ডলে!
স্বল্প দিন—স্বল্প দিন, হায় রে সকল!
নির্ব্বাণ হইল এবে দৈত্য-দর্পানল!

বেগে শুভ্রার প্রবেশ।

শুভ্রা:—(গৌরীর চরণে পতিত হইয়া)—
রক্ষ রক্ষ, রক্ষাকালি! রক্ষ এ দাসীরে,
কৃপা কর, কৃপাময়ি! ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি!
ব'ধ না—ব'ধ না, মাতঃ, মোর প্রাণেশ্বরে,
জগদম্বে! তুমি গো মা জগত-ঈশ্বরী।
বধিবে নাথেরে যদি, বধ আগে মোরে,—
ঘুচাও জঞ্জাল আগে,—লতা পাতা কাটি,
অতঃপরে, জননি গো, কাট তরুবরে;
রক্ষা কর—ছাড়িব না এ চরণ দুটি।
গলায় পা দিয়ে, দেবি! বধ আগে মোরে,
কিম্বা হান ভীম শেল হৃদয়ে আমার,
তার পর ব'ধ তুমি দনুজ-ঈশ্বরে,
চরণে চরম-ভিক্ষা এই গো আমার।
শুভদা বরদা তুমি জগত-জননী,
এই কি তোমার কাজ! বিনা অপরাধে

আপন সন্তানগণে নাশিলে, শিবানি!
শৈবদলে, দয়াময়ি, নাশিলে অবাধে!
এই কি উচিত তব? একেরে তুষিলে
অপর সন্তানে বধি? কি দোষে গো দোষী,
বল, এ দানবকুল ও পদ-কমলে?
বল, কি দেখেছ হেন অপরাধরাশি?
কি দোষ পাইয়া বল—বল, গো ঈশানি!
ধরিলে সংহার-মূর্ত্তি দৈত্যকুলপ্রতি?
এই কি তোমার ধর্ম্ম, জগত-জননি?
শিবভক্ত শৈবকুলে নির্ম্মূলিলে, সতি!
বরদে গো! আর কিছু চাহি না চরণে,
জীবিতের প্রাণ মোর ভিক্ষা দেহ মোরে!
ত্রিলোকের আধিপত্য, স্বর্গ-সিংহাসনে
চাহি না আমরা, উহা দেহ বাসবেরে।
হয়ে রব চির দিন ইন্দ্র-অনুগত,
শ্রীচরণে এই শেষ ভিক্ষা মাগি, মাতঃ!

শুম্ভ।—হেন নীচ অভিলাষ কেন তব মনে
দৈত্যকুলেন্দ্রাণি? হায়, চাহ বাঁচিবারে
চিরকাল হীনভাবে ইন্দ্রের অধীনে?
মরিতে ত হবে, স্থির কি আছে সংসারে?
দৈত্যকুল-চূড়া আমি ত্রিদশ-দমন,
পদতলে স্থিত মোর এই ত্রিসংসার,
বাসব কিঙ্কর মোর জানে ত্রিভুবন,
বাসবের অধীনতা করিব স্বীকার!

(গৌরীর প্রতি)—

কি আর ভাবিছ, দেবি ! বধ ত্বরা মোরে ;
না চাহি ধরিতে আমি আর এ জীবন !
কি আর আমার তুমি রেখেছ সংসারে,
নাশিয়াছ জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন !
মরিতে ত হবে এই নশ্বর সংসারে,
মরি তবে এই বেলা, জগত-জননি !
গুরুপত্নী তুমি, মাতঃ, মরি তব করে
বৈকুণ্ঠ-লোকেতে আমি যাই গো এখনি।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ, ঈশানি !
বিনাশিতে দৈত্যকুলে ; পাল সে প্রতিজ্ঞা ;—
না হলে কলুষ তব ঘুষিবে মেদিনী ;—
তব পদে দিতে প্রাণ দেহ, দেবি ! আজ্ঞা।
ধর অস্ত্র, করি আমি সন্তানের কাজ,
রাখি মাতৃ-পণ দিয়ে নিজ প্রাণ আজ।
(গর্ব্বিতলোচনে গৌরীর প্রতি দৃষ্টি ; গৌরী নিরুত্তরা)
ভবানি ! সম্মতি তব দিল গো নীরবে ;
কি ফল বিলম্বে আর তবে, হর-রমে ?
জগদম্বে ! দৈত্য-মাতঃ ! পড়ুক গো তবে
শেষ-যবনিকা আজ দৈত্য-রঙ্গভূমে !

(কালিকার শূলাগ্রে শুম্ভের পতন ও মৃত্যু)

(শুম্ভার পতন ও মৃত্যু)

যবনিকাপতন।